ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

তীব্র দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেতে চলেছে রাজ্যবাসী, ভারী বৃষ্টির হলুদ বার্তা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। তীব্র দাবদাহ থেকে রেহাই পেতে চলেছে রাজ্যবাসী। আবহাওয়া দফতর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১ মে থেকে ৩ মে পর্যন্ত রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। আগামী ১ মে উত্তর, ঊনকোটি ও ধলাই জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বজ্র বিদ্যুৎ সহ দমকা হওয়ার ও সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।তাছাড়া, আগামী ২ মে পশ্চিম ত্রিপুরা, গোমতী, উত্তর, দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলায় প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে বজ্র বিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়া। তেমনি, ৩ মে উত্তর, ধলাই ও গোমতী জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর

প্রসঙ্গত, টানা এক সপ্তাহে বেশি সময় ধরে রাজ্যে তাবপ্রবাহ চলছে। আবহাওয়া দফতর থেকে প্রতি দিনই তীব্র তাপ প্রবাহের সতর্কতা জারি করে চলছে। ইতিমধ্যে তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে আগামী ১ মে পর্যন্ত সমস্ত সরকারি, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও এডিসির বিদ্যালয়ে গুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮.৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগামীকাল ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, তীব্র গরমের মধ্যে পথ চলতি মানুষকে কিছু স্বস্তি দিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে আগরতলাস্থিত সিটি সেন্টারে ঠান্ডা পানীয় ও তরমুজ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, টানা এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যে বেজায় গরম অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর প্রতিদিনই রাজ্যে তাপপ্রবাহ চলবে বলে সতর্কতা জারি করে চলছে। ইতিমধ্যে তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। গরমের জেরে বিদ্যালয়ে ছুটি বৃদ্ধি করা হয়েছে ১ মে পর্যন্ত। অর্থাৎ আগামী ১ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

আজ তীব্র গরমে পথ চলতি মানুষকে কিছু স্বস্তি দিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে আগরতলাস্থিত সিটি সেন্টারে ঠান্ডা পানীয় ও তরমুজ বিতরণ করা হয়েছে।

তাপপ্রবাহে পানীয় জলের কিছু উৎসে জলের অপ্রতুলতা নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। বর্তমান সময়ে মুখ্যত প্রাকৃতিক অনাবৃষ্টিজনিত কারণে যে অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে তাতে পানীয়জলের কিছু উৎসে জলের অপ্রতুলতার জন্য প্রয়োজনীয় পানীয়জল সরবরাহ বিঘিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার, অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার, তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ও বিভিন্ন জেলার নির্বাহী বাস্তুকারগণ এবং টিএসইসিএল ও ট্রেডার আধিকারিকগণ। বৈঠকে সচিব অভিষেক সিং বর্তমান পরিস্থিতিতে দপ্তরের বাস্তুকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, জলজীবন মিশন প্রকল্পে পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়াও নির্মীয়মান প্রকল্পগুলি অতি দ্রত বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। যে সমস্ত এলাকায় এখনও জলজীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় জল সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়নি এই সমস্ত এলাকা ও পানীয়জলের চাহিদাভিত্তিক অতি সংবেদনশীল বসতিগুলিতে ট্যাংকারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানীয়জল সরবরাহের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

আজ এক প্রেস রিলিজে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, ভুক্তভোগী জনসাধারণকে প্রচলিত হেল্পলাইন টোল ফ্রি নম্বর ১৯০৫-তে ফোন করে বা নিকটবর্তী পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে এখন পর্যন্ত রাজ্যে পানীয়জলের পর্যাপ্ত সরবরাহের অপ্রতুলতার সম্মখীন হয়েছে এমন ৩১৩টি অতি সংবেদনশীল বসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বসতিগুলিতে ১৩৫টি ট্যাংকারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ট্যাংকারের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে। উল্লেখ্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি পানীয়জলের উৎস নিয়মিতভাবে জীবাণু নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ ও নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কোনও প্রকার জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান কার্যালয়কে অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়াও পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর কর্তৃক বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার সাপেক্ষে পানীয়জল অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে পান করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বৈঠকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর কর্তৃক নির্মিত কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত কারণে অপেক্ষমান জল সরবরাহ প্রকল্পগুলিতে দ্রত বৈদ্যতিক সংযোগ দেওয়ার জন্য টিএসইসিএল এবং ট্রেডার আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাড়া বাড়িতে যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় রামনগর ১ নং রোড এলাকায়। মৃতার নম দীপান্বিতা দাস। সে রাজ্যের ইকফাই ইউনিভার্সিটির ছাত্রী বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় ওই বাড়ির মালিক সুমন বিশ্বাস বার বার দীপান্বিতাকে ডাকাডাকি করলেও সে কোনো সাড়া দেয়নি। তাতেই তাদের সন্দেহ হয়। এক সময় ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে দেখা যায় ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে দীপান্বিতা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জেবিপি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওই ছাত্রীর বাড়ি শান্তিরবাজারের লাউগাও এলাকায়।

দোলনায় ফাঁস লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু আট বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ এপ্রিল ।। খেলাধূলা করতে গিয়ে দোলনায় ফাঁস লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু আট বছরের এক শিশুর। শিশুটির নাম সত্যজিৎ রুদ্র পাল।সোমবার দুপুর দুইটা নাগাদ বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা পুরান বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে ওই ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, বাড়ির গাছে প্লাস্টিকের দড়ির দিয়ে তৈরি দোলনা বাঁধা ছিল। এই দোলনায় দুলতে গিয়ে দোলনা গলায় পেঁচিয়ে মৃত্যু হয় বলে দাবি মৃত শিশু সত্যজিৎ বাড়ির লোকজনের।

বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, সত্যজিৎ মৃত্যুর কিছুক্ষন আগে জেঠুর সাথে বসে মোবাইল দেখেছিল। মোবাইল দেখার পর বিপত্তি বাঁধে দোলনা চড়তে গিয়ে। সত্যজিৎকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির লোকজন দেখতে পায় সত্যজিৎ দোলনায় পেঁচিয়ে রয়েছে। শুরু হয় বাড়ির লোকজনের চিৎকার। চিৎকার শুনে ছুটে আসে আশে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা, সরব প্রদেশ যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। আবারোও ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরব হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস। আজ কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁরা। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের জনৈক নেতা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ১৫৫ জন নিয়োগ করার জন্য লিখিত পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং পরীক্ষার সেন্টার নির্ধারণ করা হয়েছে।কিন্তু পরীক্ষার সেন্টার করা হয়েছে আসামের ডিব্রুগড়ে। রাজ্যের ছেলে মেয়েরা ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করে বহু চাকরি প্রত্যাশী যুবক যুবতীর ডিব্রুগড়ে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই তাঁদের দাবি, অবিলম্বেনিয়োগ প্রক্রিয়ার বোর্ডযাতেপরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল করে ত্রিপুরায় পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়। পাশাপাশি পিআরটিসি বাধ্যতামূলক নথি হিসাবে করার দাবি জানিয়েছেন।

বরখাস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ সিইও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ২৭ জন কর্মচারীদের নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি উলঙ্ঘন এবং নির্বাচনী কাজে গাফিলতির দায়ে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

আজ এক চিঠিতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সেই সকল দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বরখাস্তকৃত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

চিঠিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরও জানান, যদি কোন দপ্তর তাদের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মচারীর উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ তুলতে চায় তবে অবশ্যই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে সম্মতি আনতে হবে।

সংশোধনী

জাগরণ পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'তীব্র দাবদাহ, স্কুলের ছুটি ১ জুন পর্যন্ত বাড়লো' শীর্ষক খবরে ১ জুনের জায়গায় হবে ১লা মে। ভেতরে কিছু জায়গায় ১ জুন লেখা রয়েছে সেখানেও ১লা মে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত। কর্মাধ্যক্ষ।

কলঙ্কিত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস আবার ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে ঃ মোদী

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) ।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, সোমবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুর এবং সাতারায় আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেস এবং মহাবিকাশ আঘাড়ির দুর্নীতিকে তীব্র নিশানা করেন। এই কর্মসূচিতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাম দাস আঠাওয়ালে, সোলাপুরের প্রার্থী শ্রী রাম সাতপুতে এবং সাতরা লোকসভার প্রার্থী ছত্রপতি শ্রী উদয়ন রাজে ভোসলে এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী মোদী বলেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ভূমিতে এই ভিড় ও উৎসাহ আরও একবার স্পষ্ট করে দিচ্ছে ফের একবার, মোদী সরকার। আমি জানুয়ারিতে যখন সোলাপুর এসেছিলাম, তখন আমি কিছু নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আজ আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি এবং আমি ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু দিতে চাই বলেই আমি চাইতে এসেছি। আমি সম্পদ চাই না, মানুষের আশীর্বাদ চাই। এই নির্বাচনে জনগণ আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়নের গ্যারান্টি নির্বাচন করবে। অন্যদিকে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা ২০১৪ সালের আগে দেশকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপশাসনের গর্তে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাদের কলঙ্কিত ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস আবার দেশে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। কংগ্রেসের কোন ধারণা নেই যে নির্বাচনের প্রথম দুই ধাপে ইন্ডি জোট পরাজিত হয়েছে। একদিকে জনসেবক মোদী মাথা নিচু করে জনগণের কাছে যাচ্ছেন, ১০ বছর ধরে জনগণ মোদীকে পরীক্ষা করেছে, অন্যদিকে অহংকারী জোটের নেতারা মহাযুদ্ধ চালাচ্ছে। এমন একটা জোট যাদের নির্দিষ্ট মুখ নেই, নির্দিষ্ট নাম নেই তাদের হাতে এত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ এপ্রিল ।। গাড়ির চাপায় প্রান হারালো ছয় বছরের ছোট্ট ইব্রাহিম(৬)। হাতে দুটি চকলেট নিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বের হতেই সামনের রাস্তায় একটি ইকো গাড়ি কেড়ে নিল ইব্রাহিমের তাজা প্রান। ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, এলাকার আমির হোসেনের একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ ইব্রাহিম আহমেদ সোমবার বিকেল আনুমানিক চারটা ত্রিশ মিনিটের সময় তার হাতে দুটি চকলেট নিয়ে বাড়ির সামনে রাস্তায় দৌড়ে আসতেই টি আর ০৭ এফ ০৪৪১ নম্বরের একটি সাদা রঙের ইকো গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রান হারায়। এই বিষয়ে ইকো গাড়ির চালক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রিসাইডিং অফিসারকে হেনস্থা

ধৃত বিজেপির উত্তর জেলা সভাপতি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাসের হাতে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত থাকা প্রিসাইডিং অফিসার শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন আধিকারিকদের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর জেলা সভাপতিকে গ্রেফতার করে আদালতে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের দিনে বিজেপির জেলা সভাপতি কাজল দাসের হাতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার নারায়ন চক্রবর্তী।

বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের ২২নং বুথ সেন্টারের নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত থাকা প্রিসাইডিং অফিসার নারায়ণ চক্রবর্তীকে বুথ সেন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের সামনেই টেনে হিঁচড়ে মারপিট সহ হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য কাজল দাস সহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে।এই ঘটনায় রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল কদমতলা থানায়।

কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, গত ছাব্বিশে এপ্রিল ভোটের দিন ৫৫/২২ নং বুথ সেন্টারে ভোট পর্ব চলাকালীন অবস্থায় সেখানে দায়িত্ব থাকা প্রিসাইডিং অফ সার নারায়ণ চক্রবর্তীকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করা হয়েছিল।বিষয়টি নির্বাচনী আধিকারিকদের নজরে আসার পর ধর্মনগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, সেক্টর অফিসার, সিনিয়র সেক্টর অফিসার, মাইক্রো অবজারভারা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। তাদের দেওয়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে জেলা সভাপতি কাজল দাস সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড বিধির ৩৫৩/৩৩২/১৩১/৩৪ এবং আরপি ১৩১ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ কাজল দাসকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা কর্মচারী ফেডারেশন।এই ঘটনায় বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিতর্কিত বিধায়ক যাদব লাল নাথের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশন থেকে তাকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সত্যতা যাচাই করার জন্য যাদব লাল নাথে র কাছে বারবার ফোন করা হচ্ছে। কিন্তু বিধায়কের সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঝড়ের তান্ডবে লন্ডভন্ড

কৈলাসহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য যুদ্ধকালীন ভাবে কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ এপ্রিল।। চলতি মাসের ২৬ তারিখ রাত্রিবেলা প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে কৈলাসহরের শহর এলাকায় অনেক পুরাতন গাছ ভেঙ্গে পড়ে। যার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয় শহরের বিভিন্ন এলাকার। স্থানীয় জনগণ রবিবার সকাল থেকে কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের অফিসে এসে ধরনা দেয়। এমনকি ,পরিস্থিতি একসময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। রাস্তা অবরোধ হয় কৈলাসহরের একাধিক এলাকায়। এর পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।সাই কম্পিউটার লিমিটেডের আধিকারিকদের নিয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক হয় এবং এতে সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী ২৪ ঘণ্টার ভেতরে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে শহর এলাকায়। এরপরই কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ কৈলাশহর গোবিন্দপুর এলাকায় বিদ্যুতের তারের উপর যে সমস্ত গাছ ভেঙে পড়ে তা সরানোর কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় রবিবার রাত্রিবেলা থেকে। এই কাজ চলে রবিবার সারারাত ধরে। এই সারাই কাজে তদারকি করেন কৈলাশহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার নিজে।

এছাড়াও নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নব কুমার জামাতিয়া, কৈলাশহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম মতিরঞ্জন দেববর্মা, টিএসয়ারের সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ ত্রিপুরার নেতৃত্বে আট জন টিএসআর জোয়ান। পাশাপাশি এই কাজে নেতৃত্ব

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ডাকাতের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ এপ্রিল।। একের পর এক চুরির ঘটনায় বিব্রত হয়ে পড়েছে ধর্মনগরবাসী। ডাকাত সর্দার নিজাম উদ্দিনকে পাওয়ার পর ধর্মনগরবাসী ভেবেছিল হয়তো বা এখন চুরি ডাকাতির ঘটনা আস্তে আস্তে কমবে। কিন্তু কোথায় কি ,বাস্তব ক্ষেত্রে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। ভাগ্যপুর ৩ নং ওয়ার্ডের রিনা মালাকার ব্যক্তিগত কাজে গুয়াহাটি গিয়েছিলেন। তার ছেলে তাকে আনার জন্য সপ্তাহ খানেক আগে গুয়াহাটি যায়। সেখানে মাকে নিয়ে আসবে একটা আনন্দের বাতাবরণ। এই আনন্দের মাঝে বাধ সাধল ডাকাত দল। রবিবার দিনের দিকে ভাঙাচোরা কালেকশন করে আনে এমন ছেলেকে দেখতে পায় ওরা সেই বাড়িতে। খালি বাড়িতে ওরা কোথা থেকে এসেছে পাশের বাসার মহিলারা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৯৮ ◘ ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ইং◘ ১৬ বৈশাখ ◘ মঙ্গলবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কৃষি জমি কমিতেছে

সাড়া বিশ্বজুরিয়া যোগ্য জমি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। চাষযোগ্য জমি কমিয়া যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন ক্রমশ কমিতেছে। অপরদিকে জনসংখ্যা জনবিস্ফোরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশ বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমশ বাড়িতেই। উষ্ণায়নের ফলে কৃষি জমিতে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে। জনবসতি বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তাহাতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ১২৬টি দেশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া এই প্রথম ইউএনসিসিডি খরা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া আসিয়াছে এই উদ্বেগজনক চিত্র। বলা হইয়াছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে খরার জেরে ৩৬ শতাংশের বেশি চাষযোগ্য জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ভারতে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩ কোটি ৫১ লক্ষ হেক্টর জমির গুণমান নষ্ট হইয়াছিল। পরিমাণের দিক দিয়া যাহা ভারতের মোট কৃষিজমির ৯.৪৫ শতাংশ।বিশ্বের চিত্রটি আরও ভয়াবহ। রিপোর্টে বলা

হইয়াছে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে প্রতি বছর বিশ্বে ১০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় গ্রিনল্যান্ডের সমান আয়তনের কৃষিজমি হারাইয়াছে গোটা বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই এটা ঘটিয়াছে। তবে পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বেশি চাষযোগ্য জমি খুইয়াছে। চার বছরে খরার জেরে প্রায় ২০ শতাংশ জমি হারাইয়াছে বিশ্বের এই অংশ। খরার জেরে কৃষিজমি কমায় বিশ্বের ৪.৭ শতাংশ মানুষর খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্বেগের আরও কারণ রহিয়াছে। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইভাবে কৃষিজমি কমিতে থাকিলে মানব সভ্যতার শিয়রে শমন অবস্থা হইবে। বলা হইয়াছে, জমি হারানোর এই প্রবণতা চলিতে থাকিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইতে হইবে। জনক সংখ্যানুপাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বজায় রাখিতে হইলে আমাদেরকে পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য আরো সচেতন হইতে হইবে। পরিবেশের উপর নির্বিচারে অত্যাচার অব্যাহত রাখিলে উষ্ণায়ন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইবে। বৃষ্টিপাত হ্রাস পাইবে। বিশ্বের সর্বত্র খরা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করিবে। খোরার কবলে পরিয়া ফসল উৎপাদন আরো কমিয়া যাইবে। একদিকে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে চাহিদা মত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হইলে দেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়িয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধু সাবধান। সময় থাকিতে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বড়বাজারে প্লাস্টিকের গুদামে আগুন; দমকলের চেষ্টায় আয়ত্তে, ঘটনাস্থলে মন্ত্রী সুজিত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতার বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি প্লাস্টিকের গুদামে। সোমবার ভোররাতে বড়বাজারের নাখোদা মসজিদের কাছে অবস্থিত ওই গুদামে আচমকাই আগুন লাগে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিন্দারা বেরিয়ে আসেন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং পুলিশকে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। একে একে দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়াতে পরে আরও কয়েকটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর যোগ দেয়। গুদামে দাহ্য পদার্থ এবং প্লাস্টিকের সামগ্রী থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

গুদামে রাসয়নিক পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। গুদামের পাশের একটি বহুতলেও সেই আগুন ছড়ায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলর এবং দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। মন্ত্রী সুজিত বলেন, “দমকল কর্মীদের ঘণ্টা দু'য়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কী ভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখতে হবে।’ এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ প্রয়াত, শোকের আবহ রাজনৈতিক মহলে

মহীশূর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত হয়েছেন কর্ণাটকের চামরাজানগরের সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ। সোমবার ভোররাত ১.২৭ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরু একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ভি শ্রীনিবাস প্রসাদের প্রয়াণে শোকের আবহ কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে।

গত ১৭ মার্চ রাজনৈতিক জীবন থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ। এই ঘোষণার পর মহীশূরের জয়লক্ষ্মীপুরমে তাঁর বাসভবন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ছিল, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার-সহ কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দলের নেতারা তাঁর সমর্থন চাইতে গিয়েছিলেন। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন শ্রীনিবাস প্রসাদ, সোমবার ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

ছত্তিশগড়ের বেমেতারায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩টি শিশু-সহ ৯ জনের, আহত কমপক্ষে ২৩

বেমেতারা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বেমেতারায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩টি শিশু ও ৫ জন মহিলা-সহ মোট ৯ জনের। মারাত্মক এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৩ জন। রবিবার গভীর রাতে বেমেতারার কাথিয়া গ্রামের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপর একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে, হতাহতরা একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন।

বেমেতারা কালেক্টর রণবীর শর্মা বলেছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের, পরে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় মোট ২৩ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে ৩টি শিশু, ৫ জন মহিলা ও একজন পুরুষ রয়েছেন। নিহতরা হলেন - ভূরি নিষাদ (৫০), নীরা সাহু (৫৫), গীতা সাহু (৬০), অগ্নিয়া সাহু (৬০), খুশবু সাহু (৩৯), মধু সাহু (৫), রিকেশ নিষাদ (৬) এবং টুইঙ্কেল নিষাদ (৬)।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর আহতদের দেখতে জেলা হাসপাতালে যান বিজেপি বিধায়ক দীপেশ সাহু। আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন তিনি। বিধায়ক দীপেশ সাহু বলেছেন, ’অত্যন্ত দুঃখজনক সড়ক দুর্ঘটনা। একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা অপর একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় ৯ জন মারা গিয়েছেন। আহত সবাইকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের অবস্থা গুরুতর তাদের রায়পুর এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসন সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে।”

শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কি সম্ভব ?

হাসান মেহেদী ও ফারজানা আক্তার

প্রচণ্ড গরমে দিনের বেলায় দরকার বৈদ্যুতিক পাখা, রাতে আবার বৈদ্যুতিক আলো। এ দুইয়ের জন্যই দরকার বিদ্যুৎ। রান্নার জন্য দরকার কাঠ বা গ্যাস, যা থেকে পাওয়া যাবে তাপ। বিদ্যুৎ বা তাপশক্তি পেতে হলে প্রয়োজন জ্বালানি, হোক তা কাঠ, তেল, গ্যাস বা কয়লা। বনাঞ্চল বা খনির মতো উৎস থেকে এসব জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। উৎস শেষ হয়ে গেলে জ্বালানিও শেষ। তাই এগুলোকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য জ্বালানি। আরেক ধরনের শক্তি বা জ্বালানি আছে, যেগুলো দূরতম সময়ে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এগুলোকে বলা হয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি। যেমন সূর্যের আলো বা বায়ুপ্রবাহ। এমন আরও কিছু জ্বালানি হলো সাগরের ঢেউ, বৃষ্টিপাত, জলের স্রোত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ। কেউ কেউ মনে করেন, গৃহস্থালি ও নগরবর্জ্য ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতিগুলোও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে ফেলা উচিত।

জ্বালানি কাঠ বাদ দিলে আমাদের দেশে মূলত পেট্রোলজাতীয় তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। যেমন কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি), তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), তরলায়িত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ইত্যাদি। এর বাইরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইটভাটা ও ইস্পাতশিল্পে কয়লা ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, গাড়ি, সেচপাম্প ও শিল্পকারখানা চালাতে বছরে ১৪ লাখ টন পেট্রলজাতীয় জ্বালানি এবং ১.১ কোটি টন কয়লা দরকার হয়। পেট্রোলিয়ামের ৩.৬ শতাংশ ও কয়লার মাত্র ১০ শতাংশ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। বাকিটা আমদানির ওপর নির্ভরশীল। এর বাইরে বছরে ৭৬ লাখ টন এলএনজিও আমদানি করা হয়। এসব জ্বালানি আমদানিতে বছরে ৩৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য শুধু যে টাকা খরচ হয়, তা-ই নয়, এসব জ্বালানি ভীষণ পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। এক ইউনিট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোটামুটি এক কেজি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, আমাদের দেশে প্রতিবছর ৮.১ কোটি টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়, যার ৪.১ কোটি টনই নির্গমন হয় বিদ্যুৎ খাত থেকে। আমরা সবাই জানি, মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের কারণে জলবায়ু দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ যে পৃথিবীর সবচেয়ে জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর অন্যতম, এটা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন পৃথিবীতে মানবসভ্যতা বাঁচাতে হলে ব্যাপকভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর কোনো বিকল্প নেই। তাই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বাদ দিয়ে কীভাবে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তার জন্য কাজ করা হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস

ইতিমধ্যে আলবেনিয়া, কঙ্গো, আইসল্যান্ড, প্যারাগুয়েতে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া নামিবিয়া, কোস্টারিকা, নরওয়ে, তাজিকিস্তান, উরুগুয়ে ও জাম্বিয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের হার ৯৫ শতাংশের বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের হার এখনো ৪ শতাংশের কম। কিন্তু বাংলাদেশ কেন পারবে না শতভাগের লক্ষ্য অর্জন করতে? এরই মধ্যে আমরা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছি যে ছোট্ট একটা উন্নয়নশীল দেশ হয়েও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। আমরা ইলিশ উৎপাদনে প্রথম, তৈরি পোশাক ও পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি ও স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ এবং আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ হতে পারি। তাহলে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনেও আমরা প্রথম হতে পারব।

কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে আমাদের দেশে কতগুলো ভুল ধারণা বা নেতিবাচক প্রচারণাই আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

অনেকে বলেন, আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে ৬০ লাখের বেশি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল আছে, যা দুই কোটি মানুষকে আলো দিচ্ছে। এর বাইরে ৭টি ছোট-বড় সৌরপার্ক থেকে জাতীয় গ্রিডে ১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১ হাজার ৬০০—এর বেশি সৌরভিত্তিক সেচপাম্প উৎপাদন করছে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা সাড়ে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে মোটামুটি ৬০ হাজার মেগাওয়াট।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ল্যাবরেটরি আমাদের দেশে হিসাব করে দেখিয়েছে, ৮০-১২০ মিটার বা ২৪-৩৬ তলা উঁচু স্তম্ভের ওপর বায়ুকল বসালে বাতাসের প্রবাহ ব্যবহার করেই আমরা ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সোলার্জিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সৌরবিদ্যুতের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রতি বর্গমিটারে ঘণ্টায় ৩.৮ থেকে ৪.৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষের সম্প্রতি প্রকাশিত ‘খসড়া জাতীয় সৌরশক্তি কর্মপরিকল্পনা ২০২১’ অনুসারে বাংলাদেশে ২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শুধু সৌরশক্তি থেকে উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মতে, এ প্রাক্কলন অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং দেশে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা কমপক্ষে এর দ্বিগুণ। বলা হয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে যত ভূমি দরকার, তা বাংলাদেশে নেই। কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে। আমাদের দেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৮ লাখ একর। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য অকৃষি খাসজমি ১০ লাখ একর। সম্প্রতি বাংলাদেশে তিনটি বড় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোকে সৌরপার্ক বলা হয়। এসব সৌরপার্কে প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন একর জমিতে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা যদি দেশের অকৃষি খাসজমির অর্ধেকও ব্যবহার করতে পারি, তাহলে শুধু সৌরবিদ্যুৎ থেকে আমাদের দেশে ১ লাখ ৪২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। এ ছাড়া ২ কোটি ১১ লাখ কৃষিজমি রয়েছে। সমন্বিত কৃষি-সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে কৃষিজমি থেকেই ১ লাখ মেগাওয়াটের বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, এর দাম। মনে রাখা দরকার যে সৌরবিদ্যুতের দাম অন্য যেকোনো বিদ্যুতের তুলনায় দ্রুত কমে আসছে। ২০১৫ সালে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম ছিল গড়ে ১৮ টাকা। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ৩৯ শতাংশ কমে এখন তার দাম ১১ টাকা। ভারতে ২০১০ সালে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ছিল ১৫ টাকা। গত এক দশকে ৮৪ শতাংশ কমে এখন ২ টাকা ৩৬ পয়সায় নেমে এসেছে।

রান্নার জন্য দরকার কাঠ বা গ্যাস, যা থেকে পাওয়া যাবে তাপ। বিদ্যুৎ বা তাপশক্তি পেতে হলে প্রয়োজন জ্বালানি, হোক তা কাঠ, তেল, গ্যাস বা কয়লা। বনাঞ্চল বা খনির মতো উৎস থেকে এসব জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। উৎস শেষ হয়ে গেলে জ্বালানিও শেষ। তাই এগুলোকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য জ্বালানি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ ১ টাকা ৯০ পয়সায় পাওয়া যাবে। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির দাম বাড়ছে প্রতিবছর। ডিজেলভিত্তিক প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ২৩ থেকে ৬৭ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করে।

তৃতীয় অভিযোগ হলো, এর সংরক্ষণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করতে হয়। কারণ, বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করার প্রযুক্তি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। অন্যদিকে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে সন্ধ্যার পরে। যুক্তি দেখানো হয়, সৌরবিদ্যুৎ রাতে উৎপাদন করা যায় না। তাই বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে না এটা। তবে বিদ্যুৎ সংরক্ষণের প্রযুক্তি খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় এমন একটি ব্যাটারি স্থাপন করা হয়েছে, যা দিয়ে ১২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সম্ভব। ২০১০ সালে যেখানে ১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সংরক্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি কিনতে ৮৩ হাজার টাকা দরকার হতো, এখন তা পাওয়া যাচ্ছে সাড়ে ৮ হাজার টাকায়। অর্থাৎ ১ দশকে ব্যাটারির দাম ৯০ শতাংশ কমে গেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস সোলার প্যানেল

চতুর্থ অভিযোগ হলো, এ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায়, নগদ টাকার হিসাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে খরচ সামান্য বেশি হলেও স্থানীয় পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ওপর এর প্রভাব হিসাব করলে এ ব্যয় অত্যন্ত কম। বর্তমানে ১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ফার্নেস অয়েল, গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের গড় খরচ যথাক্রমে ১০ কোটি ৫২ লাখ, ১২ কোটি ৬২ লাখ ও ১২ কোটি ৮১ লাখ টাকা। অন্যদিকে প্রতি মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে জমির মূল্যসহ গড় খরচ ১৩ কোটি ৪ লাখ টাকা। একটি ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করলে কয়লার তুলনায় ২৩ কোটি টাকা বেশি খরচ হবে। কিন্তু কয়লাবিদ্যুতের ফ্লাই অ্যাশ, সিসা, পারদ, সালফার ও ক্যাডমিয়ামের দূষণ থেকে বেঁচে যাবে আশপাশের ফসল ও জনসাধারণ। তাই প্রাথমিকভাবে খরচ বেশি হলেও আখেরে সৌরবিদ্যুৎই লাভজনক। পঞ্চম অভিযোগ, বর্ষাকালে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না। আকাশ মেঘলা হলে সূর্যের বিকিরণ কমে যায়, তবে বন্ধ হয়ে যায় না। তাই বর্ষাকালেও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তবে তা ৬০ শতাংশে নেমে যেতে পারে। সোলার্জিসের হিসাব অনুসারে, বাংলাদেশের সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে গড়ে ৩০০ দিন চালু রাখা যাবে। বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র চলতে পারে বছরে ২৯০ দিন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় দুর্ঘটনার কারণে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিলেও ব্যাটারি দিয়ে সীমিত আকারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। ষষ্ঠ অভিযোগটি সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা করে থাকেন। অভিযোগটি হলো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ভিত্তিবিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না। দেশের গড় সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ চাহিদাকে বেসলোড বলা হয়। তবে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বর্জ্যবিদ্যুৎ, স্রোতবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুতের সঙ্গে ব্যাটারির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অস্ট্রেলিয়া, আলবেনিয়া, আইসল্যান্ডসহ বহু দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকেই বেসলোড সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি দুনিয়াব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কারণে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করা সময়ের ব্যাপারমাত্র। তারপরও শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করার দিকে যেতে পারছি না কেন? সে ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে আমাদের জাতীয় আইনকানুন, নীতিমালা ও কার্যক্রমে। সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত অর্থায়ন। জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা ও দেশীয় বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায়। অথচ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ বিদেশি অর্থায়নের শর্ত দেওয়া হয়। নতুন বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত একটি প্রধান বাধারূপে হাজির হয়। তাই সবার আগে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন অর্থায়নের শর্তাবলি দূর করা দরকার। পাশাপাশি দরকার বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অভ্যন্তরীণ বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সহজ শর্তের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, যাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের আয় থেকেই ঋণ শোধ করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি জাতিসংঘের পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন ব্যবস্থা (সিডিএম) থেকে গ্রিনহাউস নির্গমন কমানোর জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানে মিনিগ্রিড (সমাজভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র) স্থাপনের জন্য ৫০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। বৃহৎ আকারের সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে ২০ শতাংশ অনুদান দেওয়া দরকার।

সন্তানকে বেশি বেশি সান্নিধ্য দিন

শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে তার মায়ের কাছ থেকেই। তাছাড়া একজন মা সারাটি জীবন সন্তানকে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়ে থাকেন। সে কারণে মায়ের কাছ থেকে সে ভাষাও শিখে এবং সর্বক্ষেত্রে মাকে অনুসরণ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, ‘আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো’। কিন্তু কালের প্রবাহে কোনো কোনো জায়গায় মায়ের ভালোবাসাও আজ কর্পোরেট। সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে অধিকাংশ মায়েরাই ভুলে গেছে একটি সন্তানকে মানুষ করতে গেলে তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। সৌন্দর্য্য সচেতনতার নামে প্রতিযোগী এসব মা সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে আয়া বুয়া কিংবা কাজের লোকের কাছে সন্তান রেখে হাল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এসব গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দেয়া অনেক মায়ের সন্তানই তাই আজ ভুগছে মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ সমস্যায়। যার বাস্তব দেখা যায় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষেত্রে।

এখনকার শিশুদের শৈশব নেই বললেই চলে। যে বয়সে তারা সবুজ প্রকৃতির কাছে ছোটাছুটি করবে, সেই বয়সে একগাদা বই আর স্কুল ব্যাগের বোঝায় কাহিল আমাদের কোমলমতি শিশুরা। পাশাপাশি তাদের দুরন্ত শৈশবের ছোটাছুটি আর উচ্ছলাসকে হারিয়ে দিয়েছে কম্পিউটার গেমস, হিন্দি সিরিয়াল আর কার্টুন। যা শুধু তাদের মেধা ও মননকেই বাধাগ্রস্তই করছে না, পাশাপাশি তাদের নিয়ে যাচ্ছে অপসংস্কৃতি আর অনৈতিকার দিকে। ফলে সস্তা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে শিশুরা কম্পিউটার, ট্যাব আর টেলিভিশনকে বেছে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ‘ভবিষ্যতের প্রয়োজনে শিশুদের জন্য দরকার সুস্থ বিনোদন, পর্যাপ্ত খোলা মাঠ আর সবুজ প্রকৃতি। পাশাপাশি শিশুর সুস্থ বিনোদনের লক্ষ্যে অভিভাবকদের উচিত একটু সময় পেলেই শিশুকে সময় দিয়ে সবুজ প্রকৃতি কিংবা গ্রামে বেড়িয়ে নিয়ে আসা।

মূলত শৈশব শিশুর সার্বিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে তার পরবর্তী জীবনের সুখ ও স্বাভাবিকতা। বর্তমানে কর্মব্যস্ততার কারণে অনেক শিশু পিতা-মাতার আদর স্নেহ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। নিঃসঙ্গ, একাকী ও অনাদরে-অবহেলায় যে শিশুরা বড় হয়, তারাই খারাপ সঙ্গ ও নানারকম অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। নেশা থেকে শুরু করে যাবতীয় অমানবিক কাজ করতেও তারা দ্বিধা করে না। ফলে অন্যের জীবন নিতে যেমন তারা দ্বিধা করে না, তেমনি আত্মঘাতী কাজ করতেও ভয় পায় না। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত শিশুকে যথেষ্ট সময় দেয়া।

একটি শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য দরকার খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত শিশুর সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্নভাবে মেশা, সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে- সেগুলো খেয়াল রাখা। বেশি শাসন কিংবা বকাঝকা সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক দূরত্বের সৃষ্টি করে ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে। তাই মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুকে শাসন করতে হবে তবে তা বকাঝকা কিংবা আঘাত করে নয় বরং মায়া মমতার ছোঁয়ায় বন্ধুর মতো তাকে সময় দিয়ে তার মনের কথা বের করে আনতে হবে। আসলে যুগ পাল্টে গেছে। আমাদের আমলে দাদা, নানা, নানিরা রাতে শুয়ে শুয়ে ভূত পেতী, রাক্ষস ক্ষোকস, পশু-পাখির গল্পসহ বিভিন্ন রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত আর এখনকার যুগের ছেলেমেয়েদের কীভাবে মাথার ওপর কয়েক টন পড়া ঢুকানো যায়, আমরা তা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। গল্প তো দূরে থাক, নৈতিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতাটুকুও আমরা তাদের শেখাই না। একধরনের টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের শিশুরা। তার ওপর রয়েছে বাবা-মার উগ্র চলাফেরা, সন্তানের সামনেই বাবা-মার ঝগড়াঝাটি, কটু কথা, গায়ে হাত তোলা ইত্যাদি। যা তাদের নিয়ে যাচ্ছে এক ভয়াবহ বিপদগামীতার পথে। বলার অপেক্ষা রাখে না একটি সন্তান একদিনে হুট করে মাদকাসক্ত কিংবা জঙ্গি হয়ে ওঠে না। এর পিছনে রয়েছে দিনের পর দিন বাবা-মার গাফিলতি ও সন্তান সম্পর্কে খোঁজ খবর না নেয়া।

সন্তান মানুষ করার নামে আমরা সবাই কেমন যেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। সবাই ব্যস্ত কিভাবে বড় বড় অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, ব্যবসা বাড়ানো যায়। যা কিনা তার প্রজন্মরা যুগের পর যুগ ভোগ করবে। শুধু তাই নয়, বিদেশে বেড়াতে যাওয়া বা প্রিয়জনকে দামি উপহার দেয়ার জন্য আজকাল ব্যাংকগুলো মানুষকে শতভাগ পুঁজিবাদী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই নিজের ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি সন্তানকে কতটা নামিদামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যায় এই প্রতিযোগিতাতেও নামছে মা-বাবা। অবস্থা এমন যেন দেশে কিংবা বিদেশে দামি স্কুল, কলেজে পড়াতে পারলেই সন্তান মানুষ হতে পারবে। উন্নত জীবনযাপন, উন্নত জায়গায় পড়াশোনা, দামি রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া, বিদেশ ভ্রমণ, পার্টি, মাস্তি ইত্যাদি না করলে যে সমাজে স্ট্যাটাস বলতে আর কিছু থাকবে না এই ভাবতে ভাবতে উচ্চবিত্ত অনেক মা-বাবাই ভুলে যান এসবের চেয়ে তার সন্তানের বড় প্রয়োজন বাবা-মার সঙ্গে একটু সঙ্গ পাওয়া। বাবা-মার এই প্রতিযোগিতার দুর্বল সুযোগে সন্তান কখন যেন উচ্ছন্নে চলে যায় তা খেয়াল করার সময় নেই।

বয়ঃসন্ধিকালটি প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জন্য একটি অন্যরকম সময়। এ সময় থেকে তাদের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রতিটি বাবা-মায়েরই উচিত এই সময় থেকে সন্তানের প্রতি আরো বেশি যতশীল হওয়া। তাদের ওই বয়সের গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়গুলো সহজ ও সরলভাবে মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে বোঝাতে হবে। যেটা অনেক মা-বাবাই এড়িয়ে যান। আবার সন্তান কোন ক্ষেত্রে ভুল বা অন্যায় করে ফেলে বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে অপরাধবোধ ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বাবা-মা হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে তার সঙ্গে রাগারাগি বা অপমান না করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার শক্তি জোগানো তবেই সন্তানের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি না হলে সন্তান মানসিক বৈকল্যে ভুগবে, দ্বারস্থ হবে অসৎ বন্ধুত্বে। উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন একটি জাতি গঠনে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে একটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করো। কিছু অপসংস্কৃতির ছোবল আমাদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে আজ হত্যা করতে বসেছে। আবার আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে মিথস্ক্রিয়া। হিন্দি, ওয়েস্টার্ন আর আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি আজ মৃতপ্রায়। আমাদের মায়েরা একদিকে যেমন দেশীয় চ্যানেলের পরিবর্তে সারাদিন মেতে আছেন স্টার জলসা, স্টারপ্লাস, জি বাংলা নামক চ্যানেল নিয়ে তেমনি সন্তানের হাতে অল্প বয়সে তুলে দিচ্ছেন ট্যাব, মোবাইল, ল্যাপটপ। যার স্পর্শে আপনার সন্তান দিনের পর দিন গুগল, ইউটিউব আর ফেসবুকে বসে অশ্লীল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে আর অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রতিটি মুহূর্তে সর্বনাশ করছে নিজের ভবিষ্যৎ।

শুধু মা-বাবাই নন, মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের নৈতিক অধঃপতন ও আজ কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর কিংবা অন্য কোনোভাবে লোভ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে গড়ে তুলছেন অবৈধ সম্পর্ক আবার কেউ কেউ ছাত্রদের নিয়ে যাচ্ছেন কুপথে। গুলশানের জঙ্গি হামলা ও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ধর্ষণে সে প্রমাণ মেলে। তাই শুধু যে ইংরেজি শিক্ষাই একটি ছাত্র কিংবা সন্তানের জন্য মঙ্গলকর হবে সেটা ভুলে বাবা মায়ের উচিত সন্তানকে স্কুল কিংবা ভার্সিটিতে দেয়ার আগে সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেয়া। মাঝে মাঝে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বাবা-মার উচিত প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং সন্তানের বন্ধুদের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নেয়া।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার প্রায় বিলুপ্ত। ফলে আমাদের মনমানসিকতা, চলাফেরা অনেক বেশি সংকীর্ণ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আত্মকর্মসংস্থানের অভাব, আধুনিক জীবনের হাতছানির কারণে পরিবারগুলো দিনে দিনে ছোট ছোট আকারে বিভক্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত সুবিধার কারণেও তৈরি হচ্ছে ছোট পরিবার। যৌথ পরিবারে থাকার সুবিধা হচ্ছে সবাই মিলে সবকিছু ভাগাভাগি করা যায়, সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে থাকা যায়। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারে মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ফলে নানারকম নিষ্ঠুরতা, অবহেলা, সহিংসতাপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশও পারিপার্শকিতা একটা শিশুর মধ্যে যে মানসিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা থেকে অনেকটাই রক্ষা পেতে পারে শিশুরা।

প্রতিটি বাবা-মাই তার সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত বিচারপ্রার্থীদের সেবা করার তাগিদ

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। “স্মার্ট লিগ্যাল এইড,স্মার্ট দেশ-বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এবার বাংলাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস যথাযথ ভাবে পালিত হয়েছে।

রবিবার সকালে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান এবং ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ উম্মে সরাবন তহুরা। এ উপলক্ষ্যে একটি বর্নাঢ্য র্যালি নারায়নগঞ্জ আদালতপাড়া প্রদক্ষিন করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

পরবর্তীতে সকার সাড়ে ৯ টায় জেলা ও দায়রা আদালত ভবনের সামনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান এবং ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ উম্মে সরাবন তহুরা। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান কিরন শংকর হালদার, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রহমান, পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল, জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সহকারী জজ মুক্তা মন্ডল ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মহসিন মিয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ সানজিদা সরওয়ার।

সভায় বক্তারা প্রান্তিক জনগনের নিকট লিগ্যাল এইডের সেবা পৌছে দেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান-বাংলাদেশের সংবিধানের এই ব্রত কে সামনে রেখে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরীহ,অবহেলিত,অসহায় মানুষের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা। এই সংস্থার অধীনে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে অসহায় দরিদ্রদের সরকারী খরচে মামলায় আর্থিক সহায়তা করার পাশাপাশি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষদের আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা প্রদান করা হয়।

আজকের জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হলো বিনামূল্যে আইনী সেবা প্রদানের বিষয়টি জনগনের মধ্যে অধিক প্রচার ও প্রসার এবং সরকারী আইনী সেবা বিষয়ে জনগনকে সচেতন করা ও সকলের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

মনোনয়ন জমা হেমন্ত-পত্নী কল্পনা সোরেনের

গিরিডি , ২৯ এপ্রিল (হি. স.): ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসেবে সোমবার মনোনয়ন জমা দিলেন। জানা গেছে, সোমবার সকাল ১১.৫৫ মিনিটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য গিরিডির নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে কল্পনা সোরেন। তিনি গান্ডে বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের অনুপস্থিতিতে সরকার পতন ঠেকাতে কল্পনার নাম উঠে এলেও পারিবারিক অশান্তিতে তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন হেমন্ত সোরেন ঘনিষ্ঠ চম্পাই সোরেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাইকে সঙ্গে নিয়ে গিরিডি জেলার গান্ডে বিধানসভা উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেন কল্পনা। আগামী ২০ মে এখানে বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে।

আমেঠি থেকে মনোনয়ন পেশ স্মৃতি ইরানির, নিজের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী

আমেঠি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আমেঠি সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। সোমবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের উপস্থিতিতে আমেঠি থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন স্মৃতি ইরানি। আমেঠি আসনে নিজের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী স্মৃতি।

মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'আমেঠির সেবার জন্য আমি মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছি। আমেঠিতে গত ৫ বছরে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ১,১৪,০০০টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, ১.৫ লক্ষ পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে এবং ৪ লক্ষেরও বেশি কৃষক প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ সম্মান নিধি পেয়েছে...আমি আশাবাদী যে মানুষ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে, বিজেপিকে আশীর্বাদ করবেন।' উল্লেখ্য, আমেঠিতে ভোট আগামী ২০ মে।

গুয়াহাটিতে অমিত শাহের রোড শো, মহানগরে যানবাহন চলাচলে জারি বিধিনিষেধ

গুয়াহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : আজ সোমবার নির্বাচনী প্রচারে গুয়াহাটি আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুয়াহাটিতে সন্ধ্যায় বিজেপি-প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির সমর্থনে আয়োজিত বিশাল রোড শোয় অংশগ্রহণ করবেন অমিত শাহ। তাঁর সফরের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াহাটি মহানগরের বেশ কয়েকটি রুটে যানবাহন চলাচলে প্রশাসন জরি করেছে বিধিনিষেধ।

আজ সোমবার বিকাল ৩:৩০ মিনিটে গুয়াহাটি আসার কথা বিজেপির সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিকাল ৫:০০ থেকে ৬:০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে রোড শো। মহানগরের সাইকেল ফ্যাক্টরি থেকে লালগণেশ পর্যন্ত দুই কিলোমিটার দীর্ঘ পথে রোড শোয় অংশগ্রহণ করবেন শাহ। রোড শো-র মাঝে মাঝে ১০টি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ওই সব মঞ্চে অসমের বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় শিল্পীবৃন্দ পরম্পরাগত নৃত্য-গীত প্রদর্শন করবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গুয়াহাটি সফর উপলক্ষ্যে মহানগরীর ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসন জারি করেছে কিছু বিধি-নিষেধ। সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে শিশু, ছাত্রছাত্রী, মহিলা, জ্যেষ্ঠ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম পথচারীর সুরক্ষা ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আপৎকালীন পরিষেবা যেমন অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর গাড়ি চলাচলে যাতে কোনও ধরনের ব্যাঘাত না হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে আজ মহানগরের কয়েকটি রুটে যানবাহন চলাচলে বিশেষ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

মহানগরের যে সব রুটে যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে

(১) গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (ভিআইপি ফ্লাই অভার থেকে জালুকবাড়ি রটারি পর্যন্ত), ডিজি রোড (জালুকবাড়ি রটারি থেকে মাছখোয়া পর্যন্ত), এমজি রোড (মাছখোয়া থেকে ভরলু সেতু পর্যন্ত), আরকেসি রোড (ভরলু রেলওয়ে ৯ নম্বর গেট থেকে ফাটাশিল চারিআলি পর্যন্ত), একে দেব রোড (ফাটাশিল চারিআলি থেকে গড়চুক চারিআলি পর্যন্ত), এফএ রোড (আমবাড়ি তিনিআলি থেকে সাইকেল ফ্যাক্টরি তিনিআলি পর্যন্ত), একে আজাদ রোড (লখরা থেকে আর্যনগর ফ্লাই অভার পর্যন্ত) এবং বিকে কাকতি রোড (উলুবাড়ি থেকে আর্যনগর ফ্লাই অভার পর্যন্ত) আজ সোমবার (২৯ এপ্রিল) দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত সব ধরনের বাণিজ্যিক পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।

(২) সব ধরনের ধীর গতির যানবাহন / পণ্যবাহী যানবাহন ডিজি রোড (জালুকবাড়ি রটারি থেকে মাছখোয়া পর্যন্ত), এমজি রোড (মাছখোয়া থেকে ভরলু সেতু পর্যন্ত), আরকেসি রোড (ভরলু রেলওয়ে ৯ নম্বর গেট থেকে ফাটাশিল চারিআলি পর্যন্ত), একে দেব রোড (ফাটাশিল চারিআলি থেকে গড়চুক চারিআলি পর্যন্ত), এফএ রোড (আমবাড়ি তিনিআলি থেকে সইকেল ফ্যাক্টরি তিনিআলি পর্যন্ত), একে আজাদ রোড (লখরা থেকে আর্যনগর ফ্লাই অভার পর্যন্ত) এবং বিকে কাকতি রোড (উলুবাড়ি থেকে আর্যনগর ফ্লাই অভার পর্যন্ত) আজ ২৯ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

(৩) আজ ২৯ এপ্রিল বেলা ১:০০টা থেকে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর সব ধরনের এবং বেসরকারি সিটি বাস এলজিবিআই বিমানবন্দর থেকে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে মাছখোয়া পর্যন্ত, ডিজি রোড (জালুকবাড়ি রটারি থেকে মাছখোয়া পর্যন্ত), এমজি রোড (মাছখোয়া থেকে ভরলু সেতু পর্যন্ত), একে দেব (ফাটাশিল চারিআলি থেকে গড়চুক চারিআলি পর্যন্ত) এবং একে আজাদ রোড (লখরা থেকে আর্যনগর ফ্লাই ওভার পর্যন্ত) পরিচালিত হবে।

(৪) বিরুবাড়ি তিনিআলি থেকে, আর্যনগর ফ্লাই অভার সেতু সংলগ্ন স্থান থেকে লালগণেশ তিনিআলি পর্যন্ত একে আজাদ রোডে বেলা ২:০০টা থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।(৫) এই নিষেধাজ্ঞা কোনও ধরনের আপৎকালীন যানবাহন যেমন অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, জীবনদায়ী ওষুধ পরিবাহী গাড়ি, অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিবাহী গাড়ি, স্কুল বাস প্রভৃতির চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে না।

হেমন্ত সোরেনের জামিন মামলায় ইডিকে নোটিস শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : জমি কেলেঙ্কারির ঘটনায় ধৃত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জামিন মামলায় ইডির কাছে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। হেমন্তের জামিনের মামলা নিয়ে ইডির বক্তব্য জানতে চেয়ে সোমবার নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। ইডির গ্রেফতারিকে বেআইনি বলে জামিন চেয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আবেদন করেন হেমন্ত। সেই মামলার শুনানি শেষ হলেও এখনও রায় দেয়নি ঝাড়খণ্ডের উচ্চ আদালত। তাই সুপ্রিম কোর্টেও জামিনের আবেদন জানিয়ে মামলা করেছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে হেমন্তের গ্রেফতারির বিরোধিতা করে মামলাটি উপস্থাপিত করেন আইনজীবী। লোকসভা নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে দ্রুত শুনানির আর্জিও জানানো হয় হেমন্তের তরফে। হেমন্তের আইনজীবী বেঞ্চকে জানান, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে হেমন্তের মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। তবে শুনানি শেষ হলেও সেই মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছে হাইকোর্ট। তাই জামিনের আবেদন করা হয় দেশের শীর্ষ আদালতে। এই প্রেক্ষিতে হেমন্তের জামিনের মামলা নিয়ে ইডির বক্তব্য জানতে চেয়ে সোমবার নোটিস ইস্যু করলো সুপ্রিম কোর্ট।

হাটশিঙিমারিতে এআইইউডিএফ ও বিজেপি জোট সমর্থকদের প্রচণ্ড মারপিট, ঘায়েল দুই গোষ্ঠীর প্রায় ১২ জন কর্মী

হাটশিঙিমারি (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাটশিঙিমারিতে এআইইউডিএফ এবং বিজেপি জোট সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিটের ঘটনায় বিবদমান দুই গোষ্ঠীর প্রায় ১২ জন কর্মী ঘায়েল হয়েছেন।

রবিবার রাতে হাটশিঙিমারিতে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল এক নির্বাচনী বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে বিজেপি, বিজেপি সমর্থিত তথা শরিক দল অগপ এবং এআইইউডিএফ-এর স্থানীয় নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকে সুষ্ঠুভাবে বিতর্ক চলে। এক সময় বিরোধী এআইইউডিএফ-এর নেতা-কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় বাগযুদ্ধ। পরবর্তীতে বাগযুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হয়। চেয়ার তুলে একে অপরের ওপর হামলা চলে। প্রচণ্ড মারপিটে আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের প্রায় ১২ জন কর্মী।

কৃষ্ণনগরের শাহি কর্মসূচি আপাতত বাতিল, সভা হবে কাটোয়ায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা ভোটের প্রচারে মঙ্গলবার বাংলায় জোড়া সভা করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। একটি সভা নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। দ্বিতীয়টি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। তবে সভার ২৪ ঘণ্টা আগে জানা গেছে কৃষ্ণনগরের শাহি কর্মসূচি আপাতত বাতিল করা হয়েছে।

বিজেপি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের শাহি কর্মসূচি আপাতত বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্য কারণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে কৃষ্ণ নগরের সভা বাতিল হলেও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে থাকবেন অমিত শাহ।

আপাতত কৃষ্ণনগরে শাহি কর্মসূচি বাতিল করা হলেও, অমৃতা রায়ের হয়ে ভোটের প্রচারে শীঘ্রই বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৩ মে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে আসার কথা রয়েছে মোদীর। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তেহট্টে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর আগামী ৭ মে আবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও আসার কথা রয়েছে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রচারে।

২০ মে ভোট লখনউতে, মনোনয়ন পেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের

লখনউ, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখনউ সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। সোমবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন রাজনাথ সিং। দিনের শুরুতে লখনউয়ের হনুমান সেতু মন্দিরে পুজো দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মনোনয়ন পত্র পেশ করার আগে লখনউতে রোড-শো করেন তিনি। এরপরই মনোনয়ন পত্র পেশ করেন। লখনউ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর মনোনয়ন প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'জয় ঐতিহাসিক হবে এবং রাজনাথ সিং উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং লখনউকে উন্নত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন।' উল্লেখ্য, লখনউ সংসদীয় আসনে ভোট আগামী ২০ মে।

৩ দিনের মধ্যে ফের এল ই-মেল, কলকাতা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা বিমানবন্দরে রয়েছে বোমা ! এমনই হুমকি ই-মেল পেলেন কলকাতার বিমানবন্দরের ম্যানেজার। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, মেলটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কোথা থেকে এই মেলটি এল, তা দেখা হচ্ছে। বারবার এমন মেল পাওয়ায় কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সিআইএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক করা হচ্ছে।

গত শুক্রবারের পর ফের সোমবার। মাঝে মাত্র ৩-দিন। আর তারই মধ্যে আরও একবার বোমাতঙ্ক ছড়াল কলকাতা বিমানবন্দরে। আগের দিনের মতো সোমবারও বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। দিকে দিকে তল্লাশি শুরু হয় বিমানবন্দরের ভিতরে। সূত্রের খবর , সোমবার ই-মেল পাওয়ার পর থেকেই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। যাত্রীদের প্রবেশের সময়ে আরও কড়া ভাবে তল্লাশি করা হয়। আনা হয় স্নিফার ডগও। জোরকদমে তল্লাশি চালান বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ানরা।

অমিত শাহের বিকৃত—ভুয়ো ভিডিওর সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে আসাম পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতা অমিত শাহের নামে বিকৃত ভুয়ো ভিডিও তৈরি করার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে আজ সোমবার (২৯ এপ্রিল) আসাম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে একজন। ধৃতকে জনৈক রিতম সিং বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আজ ২৯ এপ্রিল সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি বিকৃত ভিডিও শেয়ার করার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। রিজিজু একটি স্প্লিট-স্ক্রিন ভিডিও পোস্ট করেছেন যা নকল এবং আসল সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছে। ভিডিওটি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'এটা কংগ্রেস পার্টির জন্য লজ্জা। একটি জাল এবং বিকৃতভাবে সম্পাদিত ভিডিও ভাইরাল করার জন্য আমি কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির বক্তব্যকে টুইস্টেড করা হয়েছে।' কিরেন রিজিজু আরও লিখেছেন, 'জনগণকে বিভ্রান্ত করা গণতন্ত্রের ক্ষতিসাধনের নামান্তর। দায়িত্বজ্ঞানহীন এই আচরণে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন, শাহের বক্তব্য বিকৃত করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এতে গণতন্ত্র দুর্বল হয়, শান্তি বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন কিরেন রিজিজু।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এফআইআর-এর ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ভুয়ো ভিডিওগুলি প্রচারের বিরুদ্ধে আইপিসি এবং আইটি আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে মামলা রুজু করে তদন্ত-অভিযান চালিয়েছে। দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে এই মামলার সাথে জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করে আরও গ্রেফতারের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি বনাম এফসি গোয়া, পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): রবিবার যুবভারতীতে মোহনবাগান ওড়িশা এফসিকে ৩-২ (দুই লেগ মিলিয়ে) গোলে হারিয়ে আইএসএলের ফাইনালে উঠেছে। মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ কে হবে তা ঠিক হবে সোমবারের গোয়া ও মুম্বইয়ের ম্যাচ দিয়ে। এই দুই দলের প্রথম লেগের চিত্তাকর্ষক ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি, এফসি গোয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে। সোমবার মুম্বই ফুটবল অ্যারেনায় দ্বিতীয় লেগে আরো একটি চিত্তাকর্ষক ম্যাচ দেখানোর জন্য উভয় দলই তৈরি।

পরিসংখ্যানে কারা এগিয়ে:

**মোট ম্যাচ: ২৫টি

মুম্বাই সিটি এফসি জিতেছে: ১০টিএফসি গোয়া জিতেছে : ৭টি।**ফলাফল হয়নি : ৮টি ম্যাচ

**ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট, ৬ মে পরবর্তী শুনানির দিন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি নিয়োগ মামলায় চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। আগামী সোমবার, ৬ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি গিয়েছে ২৫, ৭৫৩ জনের, এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য, এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন এজলাসে হয় শুনানি। অন্য দুই বিচারপতি হলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, “প্যানেলের বাইরে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা তো সম্পূর্ণ জালিয়াতি।” এসএসসি-র আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতে প্রশ্ন তোলেন, ৮ হাজার জনের নিয়োগ বেআইনি ভাবে হলেও, এত বিপুল সংখ্যক চাকরি কেন বাতিল করা হল?” পাল্টা প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, “বেআইনি ভাবে নিয়োগ হয়েছে, এমন অভিযোগ জানার পরেও কী ভাবে সুপার নিউমেরিক পোস্টের অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা? কেন সুপার নিউমেরিক পোস্ট (বাড়তি পদ) তৈরি করা হল?”

কলকাতা হাইকোর্ট তাদের রায়ে জানিয়েছিল, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারবে সিবিআই। সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন, এই সময় নির্বাচন চলছে। এখন সিবিআই তদন্ত করলে তো পুরো মন্ত্রিসভা জেলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এমন নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট, যা কার্যকর করা সম্ভব নয়। ওই রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।

তার পরেই সুপার নিউমেরিক পোস্ট তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তে স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সুপার নিউমেরিক পোস্ট তৈরি নিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তে স্থগিতাদেশ দিলেও হাইকোর্টের বাকি রায়ে এখনই স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানাল, মামলার পরবর্তী শুনানি হবে সোমবার।

মুসৌরিতে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মর্মান্তিক মৃত্যু তিনজনের

দেহরাদূন, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির হাতিপাওন রোডে একটি গাড়ি পাঁচশো মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। সোমবার এই তথ্য দিয়ে এসডিআরএফ আধিকারিক বলেন, হরিয়ানা নম্বর প্লেটের একটি গাড়ি পাঁচশো মিটার গভীর খাদে পড়ে গেছে বলে জানা গেছে। এই খবর পেয়ে সহস্রধারা পোস্টের এসআই লক্ষ্মী রাওয়াতের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে গাড়ি খাদে পড়ে গাড়িতে থাকা তিনজনের মৃত্যু হয়। এসডিআরএফ দল একটি দড়ির সাহায্যে খাদে নেমে দুটি মৃতদেহ বের করে, এবং তৃতীয় ব্যক্তির মৃতদেহ স্থানীয় গ্রামবাসীরা বের করে।

বিরাট রোড-শো; নাচগান, সবশেষে পুরী থেকে মনোনয়ন পেশ সম্বিত পাত্রের

পুরী, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ওড়িশার পুরী সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্র। সোমবার বিরাট এক রোড-শো করেন সম্বিত পাত্র, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে নাচগান করতেও দেখা যায়। রোড-শো; নাচগান, সবশেষে পুরী থেকে মনোনয়ন পেশ করেছেন সম্বিত পাত্র।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপত্যকায়, জম্মু-শ্রীনগর সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরুদ্ধ

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। রবিবার রাত থেকে তুষারপাত ও বৃষ্টির জেরে ভূমিধস ও পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসার কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক, মুঘল রোড এবং শ্রীনগর-লেহ সড়ক যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।

এসএসপি ট্রাফিক ন্যাশনাল হাইওয়ে (রামবান) রোহিত বাস্কোত্রা জানিয়েছেন, মেহাদ, কিশতওয়াদি পাথর এবং গাংর রামসু এলাকার কাছে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসা এবং ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও মুঘল রোড, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে।

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা
F.04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/২০২১
তাং-২৯/০৪/২০২৪

পুর বিজ্ঞপ্তি

১) চলমান তাপপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে, AMC নিম্নলিখিত স্থানে বিনামূল্যে শীতল পানীয় জল বিতরণ পয়েন্ট পরিচালনা করবে, ৩০/০৪/২০২৪ থেকে ০৪/০৫/২০২৪, যেখানে ঠাণ্ডা পানীয় জল এবং মৌসুমি ফল সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হল:-

১. সেন্ট্রাল জোন - সিটি সেন্টারের সামনে।
২. পূর্বাঞ্চল- মঠ চৌমুহনী
৩. দক্ষিণ অঞ্চল- নাগেরজলা
৪. উত্তর অঞ্চল-জিবি বাজার

২) উপরোক্ত ছাড়াও Water ATM গুলিতে শীতল জলের সুবিধা পাওয়া যায়, সেখানে সাধারণ জনগণ ঠান্ডা জল পেতে পারে এক টাকা (১ টাকা) প্রতি লিটার।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হল:-

১.GB হাসপাতাল
২. জিবি বাজার
৩. ডিম সাগর
৪ নাগেরজলা
৫. এমজি বাজার
৫. আইএলএস এর কাছাকাছি
৭. সচিবালয়
৪. ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাপানিয়া
৯. গুর্খাবস্তি অফিসের জায়গা
১০. রাধানগর মোটর স্ট্যান্ড।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

চোখের যত্নের নেওয়ার উপায়

চোখের যত্ন নেয়া আলাদা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দিন দিন কম্পিউটারে বসে কাজ বাড়ছে। না হলেও চোখ আটকে থাকছে স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে। এর মধ্যে একটু বিশেষ ভাবে যত্ন না নিলে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

কীভাবে নেয়া যাবে যত্ন?

* বারবার জল খেতে হবে। শরীরে জলর মাত্রা যত বেশি থাকবে, চোখ তত ভাল থাকবে। অনেকক্ষণ চোখের কাজ করলে, মাঝেমধ্যে জল দিয়ে চোখ-মুখ ধুইয়ে নেয়াও ভালো।

* অতিরিক্ত রোদের মধ্যে বেরোনো চোখের জন্য ভালো নয়। সূর্যের আলো সরাসরি যাতে চোখে বেশিক্ষণ না পড়ে, তার জন্য কালো চশমা পরে নেয়া যায়। তবে সে যে কোনো কালো চশমা নয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তা কিনতে হবে।

* এখন সর্বক্ষণ হয় ফোন, নয় টিভি বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ থাকে অধিকাংশের। কিন্তু সেই অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে চোখের কথা ভেবে। না হলে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যদি টানা কম্পিউটারে কাজ করতে হয়, তবে পর্দার সঙ্গে চোখের যেন থাকে যথেষ্ট দূরত্ব।

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ছোটবেলার সেই দুর্গাপুজোর স্মৃতি এখনও টাটকা

সৃজিতের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে মেয়েকে নিয়ে কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে বাস। বিয়ের প্রথমবছর (২০২০) প্রথবার কলকাতার পুজো দেখেন। কলকাতার পুজোর জাঁকজমক, পুজোর সাজ, প্যান্ডেল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এবার আর পুজোতে কলকাতায় থাকা হচ্ছে না মিথিলার। মেয়েকে নিয়ে পুজোটা কাটবে বাংলাদেশে। এবার পুজোর প্ল্যান ঔত্রত্র ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী, সমাজকর্মী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। সঙ্গে তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে উঠে এল ছোটবেলার পুজোর কিছু স্মৃতি। মিথিলা বলেন, "এবার পুজোয় ঢাকায় থাকব। সপ্তমীর দিনই ঢাকায় চলে যাব। আইরার স্কুল ছুটি থাকবে। আর ওর স্কুল ছুটি থাকলে আমি ঢাকায় চলে যাওয়ারই চেষ্টা করি। ওখানে আমার বাবা-মা পরিবারের সঙ্গেই পুজোটা সেলিব্রেট করব। ঢাকাতেও পুজোটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবেই হয়। ওখানেও আমরা প্যান্ডেলে যাই, বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া সবই হয়। আর সৃজিত এমনিতেই পুজোটা কলকাতায় থাকবে না। ও শিলং থেকে ফিরবে, তারপর আবার মুম্বই চলে যাবে। পুজোর সময় আমি আমার প্রিয় জামদানি শাড়ি কেনার চেষ্টা করি, আর সেটা আমি বাংলাদেশ থেকেই কিনি। এবারও অর্ডার করা আছে, ঢাকায় গেলে ওটা পেয়ে যাব। আর সৃজিতের জন্য এখনও কিছু কেনাকাটা করে উঠতে পারিনি। আমার শাশুড়ি, ননদ, আইরা এবং পরিবারের সবার জন্যই কেনাকাটা করব। আর এই সপ্তাহেই করব। আসলে আমিও আফ্রিকায় ছিলাম, কিছুদিন আগেই ফিরেছি। তাই সব মিলিয়ে কেনাকাটা কিছু হয়নি।"

মিথিলার জানান, দুর্গাপুজোর সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁর কথায়, "বাংলাদেশে বড় করেই পুজো হয়। ওখানে আমাদের পাড়াতেই পুজো হত। ছোটবেলায় আমি যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানে সিদ্ধেশরী কালীমন্দির আছে। ঢাকার ওই এলাকাটার নামই সিদ্ধেশরী। পুজোর সময় প্রতিবার সেখানে মেলা হত, সেখানে গিয়ে চুড়ি, টিপ এটা ওটা সেটা কিনতাম। খেলনা কিনতাম। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়লেই গোটা পাড়ায় উতবের চেহারা নিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঢাকের আওয়াজে সরগরম। ঠাকুর দেখা ছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার বিশাল আয়োজন হত। দুর্গাপুজোর সেইসব স্মৃতি আমার কাছে জ্বলজ্বল করে রয়েছে।"

অবশেষে ফাঁস হবে 'ডি'-এর আসল পরিচয়

অবশেষে ফাঁস হবে 'ডি'-এর আসল পরিচয়! ঋদ্ধি-খড়ির শত্রু কি তাদেরই কাছের কেউ?

অবশেষে সত্যিটা সামনে এসেছে। ধরা পড়েছে সিংহ রায়দের আসল শত্রু। দত্তদের ষড়যন্ত্র সামনে এসেছে। ফাঁস হয়েছে রাহুলের আসল চেহারা। দত্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেরই পরিবারের ক্ষতি করছিল রাহুল।

তার ফোন থেকে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে রেখেছিল ঋদ্ধি। কোন কারসাজির মাধ্যমে রাহুল তাকে এবং খড়িকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তা-ও সকলের সামনে চলে আসে। এমনকী সে যে দ্যুতিরও ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল, সে কথাও চাপা থাকে না। অবশেষে নিজের ভুল শিকার করে নেয় রাহুল। ক্ষমাও চেয়ে নেয় সকলের কাছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। রাহুলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তার মা। অন্য দিকে, 'ডি'-এর সঙ্গে দত্তদের যোগসূত্র খুঁজে পায় বনি। সিংহ রায় পরিবারের চেনা শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের অচেনা শত্রু। এ বার তাকে খুঁজে বার করার পালা। এ সবের মাঝেই বনির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় মধুজা। নিজের ভুল শিকার করতে দ্বিধা করে না সে। সিংহ রায় বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধও করে। কিন্তু শাশুড়ির কথা রাখল না বনি। তার অভিমানের বরফ এখনও গলেনি। রাহুল জেলে। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও তার জন্য মনকেমন দ্যুতির। রাহুলের এই পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করছে সে।

সাময়িক ভাবে বিপদ কেটেছে। ঋদ্ধি-খড়ির জীবনে আপাতত প্রেমের মরশুম। একে অপরের কাছে আসছে তারা। আর কাউচে নয়, এ বার ঋদ্ধির সঙ্গে একই বিছানায় শোবে খড়ি। দাম্পত্যের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল তার। এ বার কোন দিকে মোড় নেবে তাদের সম্পর্ক? এখন সেটাই দেখার।

একটি ব্র্যান্ডের প্রচারের মুখ ঋতুপর্ণা ও ধোনি। একদিনের ঝটিকা সফরে গোলাপি শহরে বাজির ছিলেন দুজনে। ছবিতে দেখা গেল ঋতুপর্ণা কিছু কথা বলছেন, খুব মন দিয়ে মাথা নীচু করে সেটি শুনছেন মাহি। তবে কী কথা হল দুজনের? তার জবাব তো একমাত্র তাঁরাই জানেন!

আপনার ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত সকালে যেসব খাবার খাবেন

অনেকেই না বুঝে সকালের খাবারে তেমন গুরুত্ব দেন না। কোনোরকম একটা কিছু মুখে দিয়েই ছোটেন নিজ নিজ কাজে। অনেকে আবার মনে করেন, সকালে বেশি খেলে বুঝি ওজন বেড়ে যাবে হু হু করে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা ইচ্ছে করেই কম খেয়ে থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাদের মতে, সকালের খাবার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সারারাত খালি থাকার পরে সকালে আপনার পেট তৈরি থাকে খাবারের জন্য। এসময় যা-ই খাবেন, হজম হবে দ্রুত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার শক্তি কমতে থাকে। তাই সকালের খাবারটিই হওয়া চাই সবচেয়ে ভারী। আপনি যদি সকালের খাবারের দিকে মনোযোগ না দেন তবে তা আপনার ত্বকের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। সকালের খাবার খাওয়া নিয়ে আপনার ভুলভাল ধারণা শরীরের মেটাবলিজম, ত্বক, হজম প্রক্রিয়া সবকিছুকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সকালের খাবারে কী খেলে তা আমাদের ত্বকের জন্য উপকারী হবে জানেন কি? অনেকেরই এমন একটি ধারণা আছে যে, স্বাস্থ্যকর খাবার সুস্বাদু হয় না। কিন্তু এটি সত্যি নয়। একটু কৌশল জানলেই যেকোনো খাবারকে সুস্বাদু করা সম্ভব স্বাস্থ্যকর উপায়েই। সেজন্য খাবারের প্লেটে আনতে হবে বৈচিত্র। দিনের পর দিন একই ধরনের খাবার খেলে তা একঘেয়ে লাগবেই। তাতে যত সুস্বাদু খাবারই হোক।

ডিম সকালের খাবার সহজ একটি পদ হলো ডিম। আর এই ডিম ত্বকের কোলাজেন উতপাদনে বিশেষ সহায়ক, এর ফলে ত্বক কোমল ও টানটান থাকে। প্রোটিনের সবচাইতে সহজ উতস হলো ডিম। এছাড়াও এতে আছে প্রচুর ভিটামিন এবং মিনারেলস। সকালের খাবারে বিভিন্নভাবে ডিম রাখতে পারেন। যেমন বয়েল্ড এগ, সুগার ফ্রী এগ পুডিং, এগ স্যান্ডউইচ, সুইটলেস কাপ কেক, ডিম পোঁচ এমন আরও অনেককিছু! তবে চিকিতসকের নিষেধ থাকলে কুসুম বাদ দিয়ে খাবেন।

সবজি খিচুড়ি

খিচুড়ির নাম শুনলে জিভে তো জল আসবেই। আর এটি ভীষণ পুষ্টিকর খাবারও। চাল, ডাল, মশলা, সবজি মিলে সুস্বাদু এক খাবার তৈরি হয়। পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কাঁচা পেঁপে, মিষ্টি আলু এগুলো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উতস। ত্বক ভালো রাখতে এই সবজিগুলো দিয়ে খিচুড়ি রাঁধুন।

ফলেরসালাদ

সব ধরনের ফলই পুষ্টিকর। আপনার পছন্দের যেকোনো ফলই বেছে নিতে পারেন সকালের খাবারে। তবে খালি পেটে টক জাতীয় ফল যেমন- লেবু, মাল্টা খালি পেটে খেলে অ্যাসিডিটি হতে পারে। গ্রিন আপেল, কালো আঙ্গুর, পাকা পেঁপে, কিউয়ি, বেরিজাতীয় ফল, কলা, বেদানা এগুলো খেতে পারেন। পাকা পেঁপে হজমশক্তি ভালো রাখার পাশাপাশি ত্বকও উজ্জ্বল করে। আপেল, বেদানা, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরিতে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ত্বককে ফ্রি র্যাডিকেলসের হাত থেকে বাঁচায়। অল্প মধু, টকদই আর ফল মিলিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন।

অন্ত্রের জন্য ব্রকলি প্রয়োজনীয়তা

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বে শি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য ক্যান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করবেন।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করে ক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়---

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই ।তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রি ফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওযুধ। আর এই ওযুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফ্ট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফ্ট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফ্ট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

যেসব ভুলে দ্রুত চুল পাকে

বয়স বাড়তেই চুল সাদা হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও কমবয়সে চুল পেকে যাওয়ার কারণ কিন্তু বিপজ্জনক। মূলত ভুল জীবনধারা ও বদভ্যাসের কারণেই অকালে চুল পেকে যায়। বিশেষজ্ঞরা অকালে চুল পেকে যাওয়ার কিছু কারণ দেখিয়েছেন:

মানসিক চাপ

প্রত্যেকেই কমবেশি মানসিক চাপে ভোগেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগলে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষুধা পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা দেয়।

আর এ কারণে অকালেই পাকে চুল। এমনকি চুল পড়ার সমস্যাও বেড়ে যায় অনিদ্রা ও মানসিক চাপে। তাই এখন থেকে মানসিক চাপ এড়াতে নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

চুলে তেল না দেওয়া

নিয়মিত তেল ব্যবহার না করলেও কিন্তু চুল অকালে পাকতে শুরু করে। তেল চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত তেল গরম করে মাথার তালুতে ম্যাসাজ করলে চুল ভালো থাকে। চুলে তেল না ব্যবহারের অভ্যাস এখন থেকেই বদলে ফেলুন। না হলে অকালে আপনার চুলও সাদা হয়ে যাবে।

অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি

দীর্ঘদিন ধরে রোদে বেশি সময় কাটানো ও চুল রোদের আলো পড়ার কারণেও অকালে সাদা হয়ে যেতে পারে চুল। আসলে সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি চুলে পড়লে তা শুষ্ক হয়ে পড়ে ও চুলের রং ধূসর হয়ে যায়। সূর্যালোক থেকে চুল রক্ষায় ছাতা ব্যবহার করুন। চাইলে স্কার্ফ কিংবা টুপিও নিয়মিত পরতে পারেন মাথায়।

ধূমপান

অকালে চুল পাকার অন্যতম এক কারণ হলো ধূমপান। এটি শুধু আমাদের ফুসফুসের জন্যই ক্ষতিকর নয়, ত্বক ও চুলেও খারাপ প্রভাব ফেলে। সিগারেটে থাকা টক্সিন উপাদান চুলের ফলিকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে চুল ধূসর হয়ে যায়। চুলে রাসায়নিক প্রসাধনীর ব্যবহার চুলে কমবেশি সবাই বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে কোন প্রসাধনীতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়েছে, তা যাচাই করে কেনেন না অনেকেই। ফলে চুলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। আসলে রাসায়নিক রং, হেয়ার জেল, হেয়ার সিরাম, রাসায়নিক যুক্ত শ্যাম্পু, মাস্ক ইত্যাদির কারণেও চুল অকালেই পেকে যেতে পারে। সঠিক খাবার না খাওয়া

বর্তমানে সবাই অস্বাস্থ্যকর খাবারে মুগ্ধ। স্বাদ বুঝে খাবার খাওয়ার কারণে বিভিন্ন ভিটামিন বাদ পড়ে যায়। ফলে চুলের মতো শরীরেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। মনে রাখবেন, খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই ভালো চুলের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। এজন্য অবশ্যই পাতে রাখুন ভিটামিন বি-১২ জাতীয় খাবার।

নারী-পুরুষ মস্তিষ্কের ভিন্নতা

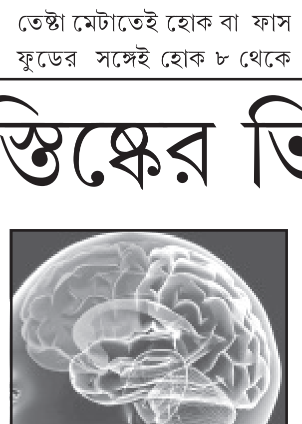

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

ট্রেনের বাতিলকরণ, আংশিক বাতিলকরণ, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ২৯ এপ্রিল, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে কাটিহার ডিভিশনের কিষানগঞ্জ স্টেশন ও আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং সহ ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং চালু এবং কমন লুপ লাইনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রি-নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকটি ট্রেনের চলাচল বাতিল, আংশিক বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে:

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ:

০৪ থেকে ০৮ মে, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫২০ (শিলিগুড়ি জং.-মালদা কোর্ট) ডেমু স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

০৫ থেকে ০৯ মে, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫১৯ (মালদা কোর্ট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

০৫ থেকে ০৮ মে, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ৭৫৭০৬/৭৫৭০৫ (শিলিগুড়ি জং.-রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল, ০৭৫০৮ (শিলিগুড়ি জং.-রাধিকাপুর) ডেমু স্পেশাল এবং ট্রেন নং. ১৫৪৬৪/১৫৪৬৩ (বালুরঘাট-শিলিগুড়ি জং.-বালুরঘাট) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

০৬ থেকে ০৯ মে, ২০২৪ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫০৭ (রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

০৫, ০৭ ও ০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৭৫৪৪/০৭৫৪৩ (শিলিগুড়ি জং.-কাটিহার-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু স্পেশাল ও ১৫৭১০/১৫৭০৯ (নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

০৪, ০৬ ও ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭২৩/১৫৭২৪ (যোগবাণী-শিলিগুড়ি জং.)এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

০৭ ও ০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭১৯/১৫৭২০ (কাটিহার-শিলিগুড়ি জং.-কাটিহার)ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

আলুয়াবাড়ি রোড-নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জং. হয়ে পথ পরিবর্তন:

০৬ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৪৯ (শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জং.) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার জং.) মহানন্দা এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্রনগর — কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।

শিলিগুড়ি জং. -নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পথ পরিবর্তন:

০৭ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি) মহানন্দা এক্সপ্রেস এবং ০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৫০ (আলিপুরদুয়ার জং.-শিয়ালদহ) এক্সপ্রেস।

ট্রেনের আংশিক বাতিল:

০২ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭১৬ (আজমের জং.-কিষানগঞ্জ) এক্সপ্রেসের চলাচল কাটিহারে সংক্ষিপ্ত সমাপন করা হবে এবং কাটিহার ও কিষানগঞ্জের মধ্যে বাতিল থাকবে।

০৩ ও ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭১৫ (কিষানগঞ্জ-আজমের জং.) এক্সপ্রেসের চলাচল কাটিহার থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ করা হবে এবং কিষানগঞ্জ ও কাটিহারের মধ্যে বাতিল থাকবে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ:

০৩ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়) অবোধ অসম এক্সপ্রেসের সময় ১৯:৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৪ মে, ২০২৪ তারিখের ০১:৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৬ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত উল্লেখিত ট্রেনটির সময় ১৯:৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৩:৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৫ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের সময় ০৬:৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২:৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৭৫ (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের সময় ০৬:৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০:৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৪ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৯৬০১ (উদয়পুর সিটি-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেসের সময় ০৪:৪৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০০:৪৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৪ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৪৩ (পুরী-কামাখ্যা) এক্সপ্রেসের সময় ২২:১০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৫ মে, ২০২৪ তারিখের ০২:১০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৩ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৯ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসের সময় ২৩:৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৪ মে, ২০২৪ তারিখের ০২:৪০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৩ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৩৫ (ওখা-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসের সময় ১২:১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৫:৪৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৬ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার) মহানন্দা এক্সপ্রেসের সময় ০৭:৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০:৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৬ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬৩১ (বাড়মের-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসের সময় ০০:২৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭ মে, ২০২৪ তারিখের ০৩:২৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৭ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১৬ (শিলচর-কোয়েম্বাটোর জং.) এক্সপ্রেসের সময় ১৯:৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২২:৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৭ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২৫০৪ (ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী) এক্সপ্রেসের সময় ১৯:৫৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ২২:৫৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি) মহানন্দা এক্সপ্রেসের সময় ১০:৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩:৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের সময় ১২:২০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৫:২০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩২৪৭ (কামাখ্যা-রাজেন্দ্র নগর) এক্সপ্রেসের সময় ০৫:৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮:০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৫ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২২৩৪ (পাটনা জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সময় ১৩:০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৫:১৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৮ মে, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত উল্লেখিত ট্রেনটির সময় ১৩:০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩:৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইন্দোরের কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার, যোগ বিজেপিতে

ইন্দোর, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): ইন্দোরে ধাক্কা খেল কংগ্রেস। ১৩ মে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার ঠিক আগেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন সেই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অক্ষয়কান্তি বাম। সোমবারই তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ইন্দোরে বিজেপির শঙ্কর লালওয়ানির বিরুদ্ধে কংগ্রেস দাঁড় করিয়েছিল অক্ষয়কান্তি বামকে। কিন্তু তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরক্ত। কেন অক্ষয়কান্তি বামকে হাইকমান্ড টিকিট দিয়েছিল সে প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে গুজরাটের সুরাট লোকসভা কেন্দ্রেও ধাক্কা খেয়েছিল কংগ্রেস। দক্ষিণ গুজরাটের ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভনির মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। পরে ওই আসনের বাকি আট বিরোধী প্রার্থীও মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সুরাটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালাল।

আবার টপস কোর গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত তীরন্দাজ দীপিকা কুমারী, ঘোষণা কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): তীরন্দাজ দীপিকা কুমারী সম্প্রতি সাংহাইতে হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে রৌপ্য পদক জিতেছেন। প্যারিস অলিম্পিক গেমসের আগে টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিমের কোর গ্রুপে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোমবার এ খবর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ঘোষণা করেছে।

দীপিকাকুমারী, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে মা হওয়ার পর গত বছর কোন প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করেননি। সম্প্রতি ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক উভয় মঞ্চে নেমে ভাল ফল করছেন।

উল্লেখ্য এই রিকার্ভ আর্চার, যিনি তিনবারের অলিম্পিয়ান, এই বছরের শুরুতে এশিয়া কাপেও পদক জিতেছিলেন।

”ডিভাইড অ্যান্ড রুল” কংগ্রেসের আসল চরিত্র : জে পি নাড্ডা

মাহাবুবাবাদ, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ”ডিভাইড অ্যান্ড রুল” কংগ্রেসের আসল চরিত্র। কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার তেলেঙ্গানার মাহাবুবাবাদে এক নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, 'মোদীজি শুধুমাত্র ভারতের উন্নয়নই নিশ্চিত করেননি, ভারতের রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংজ্ঞাও বদলে দিয়েছেন। গত ১০ বছর সত্যিকারের রূপান্তর হয়েছে।' এরপরই নাড্ডা যোগ করেছেন, '”ডিভাইড অ্যান্ড রুল” কংগ্রেসের আসল চরিত্র। কংগ্রেসের শাসনকালে শান্তি বা উন্নয়ন কিছুই ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে সবকিছু বদলে গেছে। মোদীজির তত্ত্বাবধায়নে, ভারত ”বিকাশবাদ” গ্রহণ করেছে।' নাড্ডার কথায়, যা বলেছিলাম, তা করেছি, যা বলিনি, তাও করে দেখিয়েছি, এটা নিশ্চিত করেছেন মোদীজি। মোদীজির রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতির জন্য ভারত ২০১৪ সাল থেকে উন্নয়নের অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিচ্ছে।

রাঘব চাড্ডার মানহানি, ইউটিউব চ্যানেলের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা

লুধিয়ানা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): এএপি নেতা রাঘব চাড্ডার মানহানি, এই অভিযোগ তুলে এবার পঞ্জাবের একটি ইউটিউব চ্যানেলের বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। সোমবার জানা গেছে, লুধিয়ানা লোকসভা কেন্দ্রের আপ প্রার্থী অশোক পরাশরের ছেলে বিকাশের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই

দুর্ঘটনাগ্রস্ত অসম বিধানসভার স্পিকারের কনভয়, আহত পুলিশ অফিসার

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে অসম বিধানসভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারির কনভয়। দুর্ঘটনায় এসকর্টের জনৈক পুলিশ অফিসার আহত হয়েছেন। ঘটনা আজ সোমবার বঙাইগাঁওয়ের রাখালডুবি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি কোকরাঝাড় থেকে বাকসা জেলার শালবাড়ি যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শালবাড়ি যাওয়ার পথে রাখালডুবি এলাকায় এসকোর্টের ২৫ টি ৯৪৮৫ নম্বরের মাহিন্দ্র স্করপিওর সঙ্গে এএস ০১ এলসি ৯১৫৬ নম্বরের একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে স্করপিওর আরোহী আসাম পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই) হেমন্ত গোস্বামী আহত হয়েছেন। এছাড়া গাড়ির চালক সহ অন্য আরোহীরা অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহত এএসআই গোস্বামীর মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৯৭ ডলার বা ১.০৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৮.৫৩ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৮২ ডলার বা ০.৯৮ শতাংশ কমে ৮৩.০৯ ডলারে লেনদেন করছে।

বিজেপি বরাবরই অনগ্রসর শ্রেণীকে উচ্চতর প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে : প্রধানমন্ত্রী

সোলাপুর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): আবারও কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস কখনই আদিবাসী অথবা দলিত সম্প্রদায় থেকে নেতা তৈরিতে বিশ্বাস করেনি। অন্যদিকে, বিজেপি সর্বদা অনগ্রসর শ্রেণীকে উচ্চতর প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার পর প্রথমবার, ক্ষমতাসীন সরকারে এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক সাংসদ এবং বিধায়ক রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা ওবিসিদের জন্য জাতীয় কমিশনকে একটি সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেছি, মেডিকেল কলেজগুলিতে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ করেছি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করেছি। আমরা এক শ্রেণীর অধিকার অন্য অংশের স্বার্থে হরণ করিনি। আমাদের ধারণা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উপায় সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে না।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'খাদিকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে মোদী। কংগ্রেস ৩৭০ ধারা তৈরি করে দেশের সংবিধানকে অপমান করেছে। এনডিএ সরকার, মোদী ৩৭০ অপসারণ করে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে সামাজিক ন্যায়বিচারের অধিকার দিয়েছে। এটাই আমাদের সামাজিক ন্যায়বিচারের ট্র্যাক রেকর্ড।'

শুরু বালি ব্রিজের রেললাইন মেরামতির কাজ, ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ নিবেদিতা সেতুতে

হাওড়া, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): বালি ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে সংযোগকারী বালি ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতুর রেললাইনের মেরামতির কাজে হাত দিল রেল। হুগলি নদীর উপরে গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুর ট্রেন চলাচলের অংশের স্ট্রিঙ্গার বদলের কাজ শুরু করেছে রেল। সোমবার রেল সূত্রে জানা গেছে, সেতুতে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার সময় কিছুদিন সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে রাত সাড়ে ১০টা থেকে সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, সেতুর যে পাতের উপরে রেললাইন বসানো হয়, তাকেই স্ট্রিঙ্গার বলে। রেললাইন দৃঢ় ভাবে ধরে রাখা ছাড়াও সেতুতে ট্রেন চলাচলের ভার একাধিক গার্ডারের উপরে সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই পাত গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশেরই কাজ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার সময় সতর্কতার কারণে আপাতত ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালানো হবে। কাজ সম্পন্ন হলে ফের স্বাভাবিক গতিতে চলবে ট্রেন। নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার গতিবেগে চলাচল করে ট্রেন। এই লাইনের উপর দিয়ে শিয়ালদহ রাজধানী, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল করে। দক্ষিণেশ্বর এবং বালির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ওই সেতু দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন ছাড়াও কলকাতা বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে আসা মালগাড়িও যাতায়াত করে।

তৃণমূল সরকারের তোষণের রাজনীতিতে জনগণ বিরক্ত : ভজনলাল শর্মা

হুগলি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): হুগলিতে শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোসের সমর্থনে রোড শো করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। সোমবারের এই রোড শো থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ এনেছেন ভজনলাল শর্মা। কবীর শঙ্কর বোসের মনোনয়নপত্র দাখিল কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

হুগলিতে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই রোড শো-তে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক বিজেপির নেতা-কর্মীরা। ভজনলাল শর্মা বলেছেন, 'বাংলার যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে রাজ্যে বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হতে চলেছে। বর্তমান সরকারের তোষণের রাজনীতিতে জনগণ বিরক্ত। জনসাধারণ তৃণমূলকে জবাব দিতে প্রস্তুত।'

বঙাইগাঁওয়ে পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বঙাইগাঁওয়ে পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় জনৈক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার পরিচয় এ খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি। ঘটনা আজ সোমবার সকালে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ২ নম্বর গেটের কাছে সংঘটিত হয়েছে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ঘটনাটি আজ সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। নিউ বঙাইগাঁও গ্রামের বুক চিরে ধাবিত রেল লাইনে সংঘটিত এ ঘটনায় স্থানীয় এবং রেল কর্তৃপক্ষ হতবাক। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেল পুলিশের একটি দল দ্রুত অকুস্থলে ছুটে যায়। রেলওয়ে পুলিশের দল প্রাথমিক এনকুয়েস্ট শেষে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্তের জন্য বঙাইগাঁওয়ে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এছাড়া মহিলার মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

কর্ণাটককে নিজেদের ”এটিএম” বানিয়েছে কংগ্রেস, তোপ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

বাগালকোট, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : কর্ণাটককে নিজেদের ”এটিএম” বানিয়েছে কংগ্রেস। তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কর্ণাটকের বাগালকোটের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এত অল্প সময়ে কংগ্রেসের লোকজন কর্ণাটকের সরকারি কোষাগার খালি করেছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে উঠেছে যে সেখানকার বিধায়করা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তহবিল পাচ্ছেন না।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, '২০২৪ সালের নির্বাচন ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এই নির্বাচনের লক্ষ্য বিকশিত ভারত, একটি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা এবং দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। শুধুমাত্র আপনাদের ভোটই এই সব উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে!' কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'দেশের জন্য কাজ করতে হলে দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। দূরদৃষ্টি পেতে হলে ভক্তি থাকতে হয়। যখন কিছুই উপস্থিত থাকে না, ফলাফল শূন্য হয়। কিন্তু মোদীর ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিবাক্য দুটোই পরিষ্কার। মোদী দিনরাত কাজ করে।'

রেজিনগরের পর এবার বেলডাঙা, ভোটের আবহে ফের বিস্ফোরণ মুর্শিদাবাদে

মুর্শিদাবাদ, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৭ মে লোকসভা ভোট মুর্শিদাবাদে। ঠিক তার আগেই, গত ২৪ ঘণ্টায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দু”টি জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটল। রেজিনগরের পর এবার বেলডাঙা, বেলডাঙায় মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ বেলডাঙার ঝুমকা মাঝপাড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জায়গায় বিস্ফোরণ হয়। জানা গিয়েছে, একটি বাড়ির পাশে আবর্জনার স্তূপে বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পাশেই একটি বাড়ির রান্নাঘরের টালির চালের একাংশ ভেঙে পড়ে। ওই বাড়ির বেশ কিছু সামগ্রীর ক্ষতি হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে বোমার টুকরো। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় পুলিশ।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে আগুন, ব্যাহত শিয়ালদহ শাখার ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.): সোমবার বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ড। তার জেরে ব্যাহত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল। জানা গেছে, এদিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বালিগঞ্জ স্টেশন এবং ঢাকুরিয়া স্টেশনের মাঝের একটি ঝোপে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন।

থমাস কাপ: ইংল্যান্ডকে ৫-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত

চেংদু, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত সোমবার চীনের চেংদুতে গ্রুপ সি প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডকে ৫-০তে হারিয়ে টমাস কাপের নকআউট পর্বে পৌঁছেছে।

পেটের সমস্যা কাটিয়ে চার মাস পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমে প্রণয় প্রথম ম্যাচেই জিতলেন। হ্যারি হুয়াংকে স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন তিনি। তিনি জেতেন ২১-১৫, ২১-১৫ গেমে। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নামেন ভারতের ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বেন লেন ও সিন ভেন্ডি। সাত্ত্বিকরা প্রথম গেম ২১-১৭ জিতলেও দ্বিতীয় গেম ১৯-২১ হেরে যান। ফলে তৃতীয় গেমে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২১-১৫ গেমে ম্যাচ জিতে যান ভারতীয় জুটি।

তৃতীয় ম্যাচে নামেন কিদম্বি শ্রীকান্ত।তার প্রতিপক্ষ ছিল নাদিম ডালভি। ২১-১৬, ২১-১১ জিতে যান তিনি।

সন্দেশখালি মামলার শুনানি আপাতত মুলতুবি হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : সন্দেশখালি মামলার শুনানি আপাতত মুলতুবি হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানি গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর জুলাই মাসে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি শুনানি পিছনোর আবেদন জানান সোমবার। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে যা শুনানিতে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে বলে জানান। আপাতত দু' সপ্তাহ শুনানি পিছনোর আবেদন জানান তিনি।

তবে সিংভির আবেদনের বিরোধিতা করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তাঁরা বলেন, সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন এই বিষয়কে কাজে লাগিয়ে হাইকোর্টে যেন মামলা প্রভাবিত করার চেষ্টা না হয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর জুলাই মাসে পরবর্তী শুনানি হবে। ফলে এখন সিবিআই তদন্তই চলবে। একইসঙ্গে এদিন শীর্ষ আদালতে প্রশ্ন ওঠে, জমি কেড়ে নেওয়া নিয়েও। একইসঙ্গে সুপ্রিম-আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন হলেও তাকে কোনওভাবেই হাইকোর্টের নির্দেশ বা শুনানির ক্ষেত্রে হাতিয়ার করা যাবে না। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন, এমন রক্ষাকবচ দেখিয়ে হাইকোর্টের কোনও নির্দেশকে অবমাননা করা চলবে না।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তারই বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং সন্দীপ মেহেতার এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। সন্দেশখালিতে জমি দখল এবং মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। এদিন সন্দেশখালি মামলার শুনানি আপাতত মুলতুবি হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে।

বিজেপি সমগ্র দেশে ইউসিসি লাগু করবে, বেগুসরাইয়ে বললেন অমিত শাহ

বেগুসরাই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি সমগ্র দেশে ইউসিসি (অভিন্ন দেওয়ানি বিধি) লাগু করবে। সোমবার বিহারের বেগুসরাইয়ের এক নির্বাচনী জনসভায় এই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের লোকজন বলছে, তাঁরা যখন ফিরে আসবে তখন তিন তালাক এবং মুসলিম পার্সোনাল আইন আনবে। না তো তাঁরা ফিরবে, না তো তিন তালাক এবং মুসলিম পার্সোনাল আইন প্রয়োগ করা হবে, কারণ বিজেপি সারা দেশে ইউসিসি আনবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের লোকজন বলছে, তাঁরা ফিরলে, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা পুনরায় জারি করা হবে। আরে রাহুল বাবা, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজেপির একজন কর্মীও বেঁচে থাকবে, কেউ ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

উমরাংসোতে একটি সিমেন্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে অবস্থিত 'ডালমিয়া সিমেন্ট'-এর বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ উঠেছে দীর্ঘদিন থেকে উমরাংসোর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ জানিয়ে আসছেন, ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানি উমরাংসো এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত করছে। এতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়েছে। এ ধরনের অভিযোগ যে অযৌক্তিক নয় তার প্রমাণ মিলেছে উমরাংসোর ২৩ কিলো এলাকায় এএস ০১ পিসি ৪৫৯৩ নম্বরের একটি লরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিতে ছিলে বর্জ্য, আবর্জনা। এগুলি নিয়ে আসা হচ্ছিল ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে।

প্রশ্ন উঠেছে, ওই সব বর্জ্য আবর্জনা কেন উমরাংসো ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানিতে নিয়ে আসা হচ্ছিল? কোথা থেকে আবর্জনাগুলো নিয়ে হচ্ছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরির চালক জানিয়েছেন, গুয়াহাটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত বরাগাঁও থেকে আবর্জনাগুলি নিয়ে আসছিলেন তিনি। তিনি নিজে এর আগে সাত ট্রিপ আবর্জনা নিয়ে এসেছেন ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে। কিন্তু ডালমিয়া সিমেন্ট কর্তৃপক্ষ এই সব আবর্জনা দিয়ে কী করে সে সবের কিছুই তাঁরা জানা নেই। চালক জানান, এভাবে প্রায় সময়ই গুয়াহাটি থেকে আবর্জনা নিয়ে আসা হয় উমরাংসোতে।

জানা গেছে, গুয়াহাটি থেকে নিয়ে আসা এই সব বর্জ্য আবর্জনা উমরাংসো ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জ্বালানো হয়। যা এক ভয়ংকর ঘটনা। কারণ এ সব আবর্জনা যখন জ্বালানো, তখন এর ধোঁয়া গোটা উমরাংসো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর যেমন প্রভাব পড়ছে ঠিক তেমনি, স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হচ্ছে। তাই স্থানীয় মানুষজন এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করলেও সরকার বা প্রশাসন কিন্তু ডালমিয়া সিমেন্টের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে উমরাংসোর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

পথ দুর্ঘটনায় একজন নিহত

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তের জয়গাঁও এলাকায় রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতের নাম হাবিবুর রহমান স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারিহাটের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে জয়গাঁও আসছিলেন। এরপর জয়গাঁও প্রধান সড়কে একটি ট্রাকের ধাক্কায় তিনজনই গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। ছেলে ও স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়ে জোড় প্রতিবাদ জানালে দুটো ছেলে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা দেখতে যায় কি অবস্থায় বাড়ি রয়েছে। তখনও করে ফেলেছে চোরের দল। এমনকি ব্যাটারি পর্যন্ত নেই। সোনাদানা সব নিয়ে গেছে চোরের দল। সাথে সাথে ধর্মনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি তদন্ত করে এবং কি কি চুরি হয়েছে তার একটা হিসাব ঠিক করে। নিজাম উদ্দিন ধরা পড়ার পর ভাবা হয়েছিল যে এখন বোধহয় চুরি এবং ডাকাতি অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু কোথায় কি যে গব্বরে ধর্মনগর থানার পুলিশ সেই গব্বরেই ধর্মনগর থানার পুলিশ রয়ে গেছে। স্থানীয়দের দাবি অতিসত্তর এই বিষয়টির প্রশাসন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

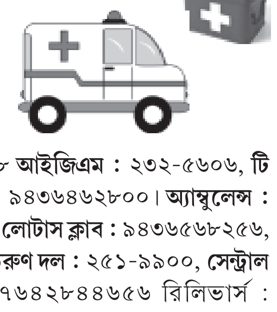

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

বড় দেশ তুলে দেওয়া যায় না। ইন্ডি জোটের লোকেরা ক্ষমতা দখলের জন্য দেশকে ভাগ করছে। তাদের নতুন ফর্মুলা হলো ৫ বছরে ৫ প্রধানমন্ত্রী। প্রথম বছরে একজন প্রধানমন্ত্রী কোষাগার লুট করবেন, দ্বিতীয় বছরে আরেক প্রধানমন্ত্রী রাজকোষ লুট করবেন, এইভাবে পাঁচ বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী দেশ লুট করবেন। ভুয়ো শিবসেনার লোকেরা বলছে যে তাদের দলে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য অনেক লোক রয়েছে এবং এক ভন্ড নেতা বলেছেন যে এক বছরে ৪ জন প্রধানমন্ত্রী করতেও কোনও সমস্যা নেই। ৫ বছরে ৫ প্রধানমন্ত্রীর ফর্মুলায় দেশ চলতে পারে না, কিন্তু অহংকারী জোটের কাছে ক্ষমতা দখলের এটাই একমাত্র পথ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইন্ডি জোটের নেতারা দেশ না চালিয়ে, খালি ক্ষমতার মসনদ ভোগ করতে চায়। মহারাষ্ট্রের মাটি জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রী বাই ফুলে এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের মতো মহান সন্তান দিয়েছে যারা সমাজের দুর্বলতম অংশগুলিকে শক্তি ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বিজেপি শাসনকালে গত দশ বছরে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যে পরিমাণ কাজ হয়েছে স্বাধীনতার পর, আগে কখনও এমনটা হয়নি। কংগ্রেস তার ৫০ বছরের শাসনকালে অনগ্রসর, তফসিলি জাতি এবং উপজাতি শ্রেণীর মানুষের প্রতিটি অধিকারকে সীমিত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেছে যাতে এই শ্রেণীর মানুষেরা কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং তাদের ভোটের জন্য ব্যবহার করে, কিন্তু জনগণের সাথে মোদীর মনের সম্পর্ক রয়েছে। সেই কারণেই বিজেপি গত ১০ বছরে সত্যিকারের সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করেছে ।শ্রী মোদী বলেন যে আহমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের মধ্যে পদ্মশালী সম্প্রদায়ের লোকেরা থাকত, আমি প্রতি সপ্তাহে তাদের বাড়িতে যেতাম এবং খাবার খেতাম। একপ্রকার পদ্মশালী সমাজের নুন খেয়ে আমি বড় হয়েছি। বিজেপি ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছে, মেডিক্যাল পরীক্ষায় ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর করেছে, এসিসি-এসটি সংরক্ষণের মেয়াদ ১০ বছর বাড়িয়েছে, কারও অধিকার কেড়ে না নিয়ে সাধারণ শ্রেণির দরিদ্র মানুষকে ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিয়েছে। এর পরেও দেশে কোনও অশান্তি হয়নি। এমনকি দলিত নেতারাও তা স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপির সামাজিক ন্যায়বিচারের পদ্ধতি হল সমাজে বিভেদ সৃষ্টি না করে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। বিজেপি সরকার মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে গরবীরে সন্তানরাও ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার হতে পারে। প্রত্যেক দরিদ্র মানুষের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ নেই। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য, বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যুবকরা মারাঠি ভাষায় পড়াশোনা করেও ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার হতে পারে। কংগ্রেস কখনই চায়নি দলিত, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষরা দেশ পরিচালনা করুক। এই কংগ্রেস ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর থেকে বাবু জগজীবন রাম পর্যন্ত প্রতিটি দলিত নেতাকে অপমান করেছে। বিজেপির সাথে মিলে যখন কংগ্রেস বিরোধী সরকার চলছিল তখন বাবা সাহেবও ভারতরত্ন পেয়েছিলেন। বিজেপি সর্বদা অনগ্রসর শ্রেণী, দলিত এবং উপজাতিদের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ২০১৪ সালে, দেশ বিজেপিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে এবং এনডিএ একজন জনজাতির সন্তানকে রাষ্ট্রপতি করেছে। ২০১৯ সালে, যখন দেশের জনগন এনডিএ-এর পক্ষে আর্শীবাদ দেয়, তখন একজন জনজাতি কন্যাকে ভারতের রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রথম দশকে আজ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও দলিতরা বিজেপি থেকে উভয় কক্ষেই নির্বাচিত হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৬০ শতাংশ মানুষ এই শ্রেণীর লোক যারা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় মোদী বলেন, কংগ্রেস, ইন্ডি জোট এবং মহাবিকাশ আঘাড়ি ওবিসি প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। এই নেতাদের সেই মিথ্যে সবার সামনে চলে আসার পর তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং তাদের নির্বাচনী বক্তৃতায় মোদীর বিরুদ্ধে কেবল অবমাননাকর বক্তব্য দিচ্ছেন। বিরোধী নেতাদের কোনও লক্ষ্য নেই কিন্তু বিজেপির লক্ষ্য ও নিষ্ঠা দুটোই আছে। কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা এতটাই হতাশ যে তারা এখন বিজেপির বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অবসান এবং সংবিধান পরিবর্তনের মিথ্যা প্রচার করছে। সত্য এটাই শুধু বিজেপিই নয়, বাবাসাহেব আম্বেদকরও এখন সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবেন না। মোদী সংরক্ষণ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস, ইন্ডি ও মহাবিকাশ আঘাড়ির এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য জনগণ বিজেপিকে বিজয়ী করার মনস্থির করেছে। বাবা সাহেব আম্বেদকর ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কর্ণাটকে ওবিসি সংরক্ষণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ শ্রেণীকে দিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস সারা দেশে একই ফর্মুলা প্রয়োগ করতে চায়। ৬০ বছরের কংগ্রেস শাসনে, এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। তারা কষ্টে, যন্ত্রণায় বেঁচে ছিল। মোদী তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দরিদ্রদের কল্যাণে আমরা গত ১০ বছরে যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি তা সকলের জন্য। অবহেলিত জনগোষ্ঠী গত ৫০ বছর ধরে বঞ্চিত থাকার পর অবশেষে প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে। বিনামূল্যের রেশন, স্বাস্থ্যসেবা, স্থায়ী ঘর, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সবই এই জনগোষ্ঠীর অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা এবং স্বাধীনতার বহু বছর পর অবশেষে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে ।শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সরকার ১০০ টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা বলে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার প্রতিটি গ্রাম এবং প্রতিটি জেলার প্রতিটি বিভাগের উন্নয়ন করেছে, যার ফলস্বরূপ এখন ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই মোদী বলে, উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে ফলাফলও ঠিক হয়। কংগ্রেস সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে শেষ গ্রাম বলত, মোদী বলে প্রথম গ্রাম। বিজেপি ভাইব্রেন্ট ভিলেজ ইনিশিয়েটিভের অধীনে এই সমস্ত সীমান্ত গ্রামগুলির উন্নয়ন করেছে। মোদীর চোখ যদি কংগ্রেসের মতো ভোটব্যাঙ্কের দিকে থাকত, তাহলে আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনা তৈরি হতো না। বিজেপি দেশের বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের কল্যাণে ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বকর্মা যোজনা বাস্তবায়ন করেছে। এই দরিদ্র কল্যাণ প্রকল্পগুলির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হয়েছেন এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের লোকেরা। টয়লেট ও স্যানিটারি প্যাডের অভাবে দেশের বেশির ভাগ মেয়ে স্কুল ছেড়ে দিত কিন্তু মোদী তাদের সমস্যার সমাধান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার সর্বাধিক সুবিধাভোগীরা এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের ।শস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তির এবং আমি নিজেও প্রযুক্তির একজন বড় সমর্থক। আমি সর্বদা জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খা জানার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছি, তবে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি গণতন্ত্রপ্রেমীদের জন্য বিরক্তিকর এবং বিব্রতকর। যারা ইস্যু, সত্য এবং কাজের ভিত্তিতে বিজেপির সাথে মুখোমুখি রাজনীতি করতে পারছেন না, তারা ডিপফেকের সাহায্য নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই লোকজন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কণ্ঠে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই ধরনের সংবাদ ও ভিডিও-র মাধ্যমে সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। দেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে তাদের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হতে পারে না এবং সে কারণেই আগামী এক মাসের মধ্যে দেশে বড় ধরনের কিছু করতে যাচ্ছে এই লোকজন। দেশের গণতন্ত্র, সুখ, শান্তি ও ঐক্যের স্বার্থে জনগণের উচিত এসব ভুয়ো ভিডিও সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করা যাতে যারা এই অপকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসব ভুয়ো ভিডিও থেকে সমাজকে রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব লোকজনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনও করেছেন। তিনি বলেন, সরকার সম্পূর্ণভাবে সত্যের সঙ্গে থাকবে ।শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস শাসনকালে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার সারা দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করেছে, ২০টিরও বেশি এইমস তৈরি হয়েছে, প্রচুর সংখ্যক মেডিকেল কলেজ খুলেছে এবং ৫০ হাজারেরও বেশি মেডিক্যাল আসন বৃদ্ধি হয়েছে। দেশে ৪০০টিরও বেশি আরোগ্য মন্দির তৈরি করা হয়েছে। দেশের জন ঔষধি কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ৫৫ কোটি নাগরিক আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন এবং মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি শ্রেণির মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত-এর আওতায় আনা হবে। যারা ক্ষমতাকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে তারা জনগণের এই সমস্যা কখনো বুঝতে পারবে না। বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার গুদামে পচতে থাকা শস্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে অস্বীকার করেছিল। এটাই ছিল কংগ্রেসের সংবেদনশীলতা। কংগ্রেস, যারা তোষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এক্স-রে করে এবং নিজেদের ভোটব্যাঙ্কে বিতরণ করার জন্য জনগণের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ঘোষণা করেছে। মোদী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে মহিলাদের নামে বাড়ি দিয়েছে, জন ধন অ্যাকাউন্ট খুলে সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে সুবিধা দিয়েছে, মহিলা ড্রোন পাইলট করেছে এবং তিন কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মোদী সরকার প্রথমবারের মতো একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক তৈরি করে আখের এফআরপিতে রেকর্ড বৃদ্ধি করেছে ।াননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ভারতের সামরিক বাহিনীকে স্বাবলম্বী হতে দেখে সামরিক অপশিঙ্গ গ্রাম ও সাতারার সামরিক পরিবার সবচেয়ে বেশি খুশি। এখন আমাদের সেনাবাহিনীর কাছে ভারতে তৈরি অনেক অস্ত্র রয়েছে। যে অস্ত্র দালালদের দোকান মোদী এই ধরনের কাজ করে বন্ধ করে দিয়েছে, তাঁদের কাছে খুবই পছন্দের ছিল কংগ্রেস সরকার, তারা কখনও মোদীর প্রশংসা করবে না। "ওয়ান র্যা ঙ্ক ওয়ান পেনশন"-এর সামরিক পরিবারগুলিকে দেওয়া গ্যারান্টিও পূরণ করেছেন মোদী। কংগ্রেস ৪০ বছর ধরে "ওয়ান র্যারঙ্ক ওয়ান পেনশন" থেকে বঞ্চিত করেছে সামরিক পরিবারগুলিকে। মাত্র ৫০০ কোটি টাকা দেখিয়ে কংগ্রেস বলেছিল যে তারা "ওয়ান র্যা ঙ্ক ওয়ান পেনশন" আনবে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের প্রাক্তন সেনাদের ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দিয়েছে। দেশ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস দাসত্বের মানসিকতাকে বিকাশ লাভ করতে দেয় ।শ্রী মোদী বলেছেন, মোদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক খাদিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আমি বলি প্রথমে খাদি ফর নেশন আর এখন খাদি ফর ফ্যাশন। কংগ্রেস খাদিরও সর্বনাশ করেছে। কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরে বাবা সাহেবের সংবিধান কার্যকর করতে দেয়নি এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদ তৈরি করে সংবিধানের অবমাননা করেছে। ৩৭০ ধারা সরিয়ে মোদী জম্মু ও কাশ্মীরের বঞ্চিত সম্প্রদায়কে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সংরক্ষণের অধিকার দিয়েছে।

মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ডিমা হাসাও জেলার বিপিএলভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রকল্প শুরু

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডিমা হাসাও জেলার বিপিএল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রকল্প শুরু করল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। এখন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপিএল ছাত্রছাত্রীকে প্রতিবছর প্রস্তাবিত বৃত্তি প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে ওই সব ছাত্রছাত্রীর যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অসুবিধা না হয়, তার প্রতি লক্ষ রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ খবর জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।আজ সোমবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ৭৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপিএল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রকল্পের শুভারম্ভ করেছেন দেবোলাল গার্লোসা। হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন কারসূচির মাধ্যমে আজ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ৭৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা গার্লোসা, পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পার্বত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহী সদস্য ও পরিষদের প্রধানসচিব টিটি দাওলাগাপু. প্রধানসচিব (নর্মাল) দেবানন দাওলাগাপু প্রমুখ।এদিন পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণের হার রয়েছে এমন ১০টি সরকারি বিদ্যালয়কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের লোকনৃত্য প্রদর্শন করেন।প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ডিমা হাসাও জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপিএল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রকল্পের শুভারম্ভ করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতি বছর বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বিপিএল ছাত্রীদের, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বিপিএল ছাত্রছাত্রী ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বিপিএল ছাত্রছাত্রীদের যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৫ হাজার এবং ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।তিনি বলেন, পাহাড়ে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যার দরুন গত কয়েক বছর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ডিমা হাসাও রাজ্যের সেরা পাঁচের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। দেবোলাল বলেন, ডিমা হাসাও জেলা থেকে ইউপিএসসি, এপিএসসি ও মেডিক্যালে বহু ছাত্রছাত্রী সুযোগ পেয়ে ভালো ফলাফল করেছে। এমন-কি রাজ্য সরকারের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনেকে চাকরি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও বিজেপিশাসিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহী সমিতির জন্য। কারণ পাহাড়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক কাজ করার দরুন আজ ডিমা হাসাও জেলা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে বলে দাবি করেন দেবোলাল গার্লোসা।আজকের পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা ও পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই।

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ধস, বাতিল আরও কয়েকটি ট্রেন

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার এলাকায় রেলওয়ে ট্যাস কের মাটি ধসে যাওয়ায় পাহাড় লাইনে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুধু দূরপাল্লার ট্রেন চালাচ্ছে। কিন্তু আগামীকাল ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল শিলচর থেকে কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। ২৯ এপ্রিল ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস শিলচর থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল গুয়াহাটি থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ২৯ এপ্রিল ০৫৬৩৮ শিলচর-নাহরলগুন স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা শিলচর থেকে বাতিল করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল ০৫৬৩৭ নাহরলগুন ট্রেনের যাত্রা নাহরলগুন থেকে বাতিল থাকবে। ২৯ এপ্রিল ১৫৬১১ রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা রঙিয়া থেকে যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। ১৫৬১২ শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা ৩০ এপ্রিল শিলচর থেকে বাতিল থাকবে।অন্যদিকে ১৫৬১৭ গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল গুয়াহাটি থেকে যাত্রা বাতিল করার পাশাপাশি ৩০ এপ্রিল ১৫৬১৮ দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসেরও যাত্রা বাতিল করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।এছাড়া ০১৬৬৬ আগরতলা-রানি কমলাবতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি আগরতলা থেকে বিকাল তিনটার পরিবর্তে ২৯ এপ্রিল রাত ১১টায় ছাড়বে। তাছাড়া ২০৫০১ আগরতলা-আনন্দবিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ২৯ এপ্রিল রাত ১০টায় আগরতলা থেকে যাত্রা করবে। ৩০ এপ্রিল শিলচর-নয়াদিল্লি পূর্বোত্তর সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস রাত ৮.০০টার পরিবর্তে শিলচর থেকে ১১টা ৫০ মিনিটে রওয়ানা দেবে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।এদিকে বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রা বাতিল করায় শিলচর, করিমগঞ্জ, হইলাকান্দি, ত্রিপুরা, মিজোরামের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

আচমকাই ঝড়বৃষ্টি আলিপুরদুয়ারে, ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়িঘর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): আলিপুরদুয়ারে আচমকাই ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়িঘর। ক্ষণিকের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায়। রবিবার বিকালে কিছুক্ষণের জন্য ঝড় ও বৃষ্টি হয়। তাতেই ক্ষতি হয় আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লক জুড়ে।ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও হয়েছে। জল জমে গিয়েছে অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই। আর ঝড়ের দাপটে টিনের চাল ভেঙে পড়েছে কোথাও। ঝড়ের কারণে ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে শুরু করে গাছ। অধিকাংশ এলাকায় বিকাল থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ ।রবিবারের ঝড়ে ব্লকের মেচপাড়া, আটিয়াবাড়ি চা বাগানের একাধিক শ্রমিকের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারও বাড়ির উপর সুপারি গাছ উপড়ে আসে, কারও আবার ঘরের উপরের টিন উড়ে গিয়েছে। বক্সা পাহাড়েও এদিন বৃষ্টি হয়। দারুণ খুশি পর্যটকরা ।কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, "কয়েক মিনিটের ঝড় ও বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে। অনেক গাছ ভেঙেছে। শ্রমিক আবাস ও ক্ষতিগ্রস্ত। আমি কলকাতায়। কালচিনির বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি। উনি ব্যবস্থা নেবেন।" জানান, সোমবার বিধানসভায় কাজ সেরেই তিনি কালচিনি ফিরবেন।

মৃত্যু হলো শিশুর

● প্রথম পাতার পর

তথা মালিক মোহাম্মদ মোস্তফা (মাছুম) জানান, তিনি আগরতলা থেকে নিজ বাড়ি পুটিয়া মোল্লা চৌমুহনীতে আসতে ছিলেন। তখন তার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একই পঞ্চায়েত এলাকার জনৈক আমির হোসেনের একমাত্র ছেলে ইব্রাহিম হঠাৎ দৌড় মেরে বাড়ির সামনের রাস্তার দিকে দৌড় দিতেই তার গাড়ির নিচে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই প্রান হারায়। এদিকে ছোট্ট ইব্রাহিমের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ঘটনাস্থলেই গাড়ি সহ দাড়িয়ে থাকেন চালক মোহাম্মদ মোস্তফা। ফলে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে বাড়ির লোকজন সহ এলাকার মানুষজন জড়ো হয়ে গাড়ি চালক মোস্তফার দিকে আক্রমণাত্মক ভাবে তেড়ে আসলে কলমচৌড়া থানার পুলিশ চালক মোস্তফাকে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন।

তিনি সেখানে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং ছোট্ট শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি শিশুর পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। এমনকি মৃত শিশুটিকে স্থানীয় বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে বিধায়ক নিজে সেখানে ছুটে যান এবং সেখানে গিয়েও শিশুর পরিবারের সাথে কথা বলা সহ চিকিৎসকদের সাথেও আলোচনা করেন।

এদিকে শিশুর মৃত্যু সম্পর্কে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ইনচার্জ ড. শ্যাম দেববর্মা জানান, গাড়ির চাপার ফলে শিশুটির মাথায় ও বুকে প্রচন্ড আঘাত লাগে। এদিকে জানা যায়, মৃত শিশু ইব্রাহিমের পিতা আমির হোসেন কর্মসূত্রে মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েতে থাকেন। গত প্রায় ছয় মাস পূর্বে তিনি বাড়িতে এসেছেন। তবে ছোট্ট ইব্রাহিমের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকা জুড়ে।

সৎকার সম্পন্ন হল বাঁকুড়ার বীর জওয়ানের

বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সৎকার সম্পন্ন হল মৃত জওয়ান অরূপ সাইনির। মণিপুরে কর্মরত অবস্থায় কুকি জঙ্গী হামলায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ান অরূপ সাইনির মৃতদেহ বাঁকুড়ার পাঁচাল গ্রামের গোয়ালাপাড়ায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সম্পূর্ণ পুলিশি সম্মান প্রদর্শন ও গান সেলুটের মাধ্যমে তাঁর মৃতদেহের সৎকার করা হয়। এসময় ডেপুটি জেনারাল অব পুলিশ সহ সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম হাসান সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।দেশের সুরক্ষা ও শান্তি শৃঙ্খলা অটুট রাখতে তাঁর এই আত্মবলিদান ও বীরত্বের কথা তুলে ধরেন পুলিশ ও সিআরপিএফ আধিকারিকেরা। রবিবার মৃতদেহ গ্রামে আসতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। মৃত জওয়ানকে একবার চোখের দেখা দেখতে জনসমাগম হয়।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

দেয় সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গাছ সরানোর কাজ চলছে যাতে রাতের মধ্যেই সমস্ত গাছ গুলি সরিয়ে ফেলা হয়। উনারা রবিবার সারারাত ধরে এই গাছ সরানোর কাজ করেন। যাতে সকালের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়। খবর লেখা পর্যন্ত গাছ সরানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে যাদের বাড়িঘর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের সবাইকে মহকুমা প্রশাসন থেকে সহযোগিতা করা হবে বলে জানান কৈলাশহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার। কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসন জনসেবায় তৎপর রয়েছে। জনগণকে সহযোগিতার জন্য প্রশাসন সব সময় পাশে রয়েছে। এমনটাই এক সাক্ষাৎকারে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার।

লরি থেকে ২০টি গবাদিপশু বাজেয়াপ্ত, চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পাচারের আগে একটি লরি থেকে ২০টি গরু বাজেয়াপ্ত করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। একই সঙ্গে গরু পাচারের অভিযোগে লরি চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত লরি চালকের নাম আমানুর হক। তিনি অসামের বাসিন্দা ।সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মুরলিগঞ্জে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি লরিতে ২০টি গবাদি পশু পাওয়া যায়। লরি চালকের কাছে গরু সংক্রান্ত বৈধ কাগজপত্র চাওয়া হলে তিনি তা দেখাতে পারেননি। এর পরে লরি চালককে গ্রেফতার করে বিধাননগর থানার পুলিশ। চালককে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে বিহার থেকে অসম হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের পরিকল্পনা ছিল। বিধাননগর থানার পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

শিশুর

● প্রথম পাতার পর

পাশের লোকজন। পেঁচানো অবস্থায় দোলনা থেকে সত্যজিৎকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিলোনিয়া হাসপাতালে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সত্যজিতের শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আব্দুল গনির প্রসঙ্গ তুলে কালিয়াচকের সভা থেকে ক্ষমা চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

মালদা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে এবার প্রকাশ্য সভা থেকে ক্ষমা চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধায়। অভিযোগ রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দেখা মেলে না সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনির। রবিবার সুজাপুরের কালিয়াচকে মমতার সভাতেও তিনি অনুপস্থিত। আর তা নিয়ে বেশ বিরক্ত তৃণমূল সুপ্রিমো। প্রকাশ্য জনসভা থেকেই এবার আব্দুল গনির প্রসঙ্গের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। সুজাপুরবাসীর কাছে 'ভুল স্বীকার' করে নিলেন তিনি ।এদিন সভা থেকে জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অভিভাবক থাকবেন তিনিই। সুজাপুরের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব দিলেন তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুকে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন সুজাপুরের জনসভা থেকে বললেন, "প্রথমেই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ, যদি কেউ ভুল ত্রুটি করে, তাতে যদি দলে কোনও অভিমান হয় তাহলে মানুষের কাছে ভুল স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমি মনে করি মানুষই জনতা-জনার্দন। তাই আমি ভুল স্বীকার করছি।"এরপরই সুজাপুরবাসীর উদ্দেশে মমতার সযোজন, "বিধানসভা ভোটে আপনারা গনি সাহেবকে জিতিয়েছিলেন। আমরাও মালদাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁকে ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছি। কিন্তু তিনি এলাকায় আসতে সময় পান না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার থেকে তাঁর কেন্দ্রটা আমি নিজে দেখব।"

নকআউট ক্রিকেট : ব্লাডমাউথকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছুলো কসমোপলিটন ক্লাব

কসমোপলিটন-১১৭ ব্লাডমাউথ-৮৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্তর জয় কসমোপলিটনের। হেরে বিদায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। আয়ুষ চৌহান এবং শুভমের ভেলকিতে কুপোকাৎ ব্লাডমাউথ। ওই দুজনের ভেলকির সামনে লো-স্কোরিং ম্যাচেও জয় পেলো না ব্লাডমাউথ। কসমোপলিটনকে বাগে পেয়েও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় আসর থেকে ছিটকে গোল দাপক ভাটনাগরের দল ব্লাডমাউথ। সেমিফাইনালে উঠলো কসমোপলিটন ক্লাব। ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মঙ্গলবার কসমোপলিটন খেলবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটন ৩১ রানে পরাজিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। কসমোপলিটন ক্লাবের গড়া ১১৭ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ মঃত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের আয়ুষ ৪ উইকেট এবং শুভম ৩ উইকেট ধকল করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথের বোলারদের পেস এবং স্পিন আক্রমণে মাত্র ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় কসমোপলিটন ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনার বাবুল দে ৪৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, তন্ময় ঘোষ ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, শঙ্কর পাল ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং বিক্রম দেবনাথ ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে তুষার সাহা ৩১ রানে ৩ টি, জয়দীপ ভট্টাচার্য ১৩ রানে, রবি কার্থিকেয়া ১৮ রানে এবং সানি সিং ২৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে আয়ুষ এবং শুভমের ভেলকিতে ৩৪.২ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ব্লাডমাউথ মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। শুরু থেকেই চাপে পড়ে গিয়েছিলো ব্লাডমাউথ। দলের পক্ষে আকাশ ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, রবি কার্থিকেয়া ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং সাগর সূত্রধর ৫৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। কসমোপলিটনের পক্ষে আয়ুষ চৌহান ১৪ রানে ৪ টি, শুভম ১৭ রানে ৩ টি এবং চন্দন রায় ২৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। বিজয়ী দলের আয়ুস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

টিএফএ-র নির্বাচন ১৯ মে, নির্ঘণ্ট ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। টিএফএ-র নির্বাচনী ঢাকে কাঠি পড়েছে আরও আগেই, যেদিন, টিএফএ-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে একজনকে নিযুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার আর.ও সন্দীপ দত্ত চৌধুরী যথারীতি আগামী ১৯ মে তারিখে নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছেন।

২১ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত টিএফএ-র গভর্নিং বডির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মূলে আগামী ১৯ মে তারিখে আজীবন সদস্যদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন স্থির করা হয়েছে। টিএফএ-র সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার উপধারা 'সি' এবং পরিশিষ্ট 'জি' মূলে সন্দীপ দত্ত চৌধুরীকে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আর.ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছেন।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১লা মে। যদিও সংবাদ সূত্রে জানা গেছে টিএফএ-র ভোটার সংখ্যা ২৯০। এদিকে দাবি ও আপত্তি জানানোর সময় ধার্য রয়েছে ৫ মে বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৮ ই মে। মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময়কাল ৮ মে থেকে ১২ই মে প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত সময়ে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে ১৪ মে সন্ধ্যা ছয়টায়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৫ই মে।

ভোট গ্রহণ ১৯ মে রবিবার, সকাল ১০ টা থেকে বিকেল তিনটার মধ্যে। ফলাফল ঘোষণা ১৯ মে সন্ধ্যা সাতটায়।

আই.ও.এ-র সভাপতি পি টি ঊষা সকাশে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসো:

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বল এখন স্বয়ং পি টি ঊষা-র কোর্টে। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নীতি নির্দেশিকা ত্রিপুরার কে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন তার ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সোমবার ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কাছে প্রেরিত আমন্ত্রণ বার্তা অনুযায়ী চেয়ারম্যান রতন সাহা, জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায় এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি লিটন সাহা উপস্থিত ছিলেন।

আবারও সেরা তেজস্বী, অঙ্কিতও দুর্দান্ত হার্ভেকে হারিয়ে সেমিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-২১৯ হার্ভে-১৮৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও সেরা তেজস্বী, অঙ্কিতও দুর্দান্ত। প্রত্যাশিতভাবেই সেমিফাইনালে উঠলো শক্তিশালী ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। পরাজিত করলো হার্ভে কে। পরাজিত হয়ে আসর থেকে ছিটকে গেলেও হার্ভের ক্রিকেটাররা যথেষ্ট বেগ দিয়েছে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৩৩ রানে পরাজিত করলো হার্ভেকে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ২১৯ রানের জবাবে হার্ভে ১৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের তেজশ্বী জশোয়াল প্রথমে ব্যাট হাতে শতরান করার পাশাপাশি বল হাতে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া অঙ্কিত প্রতাপ শর্মা ৬৩ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৪৭.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৯ রান করে। দলের পক্ষে তেজশ্বী জশোয়াল জয়ী ১৩৯ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে চোখঝলসানো ১০২ রান করেন। তৃতীয় উইকেটে অঙ্কিত প্রতাপ সিং-য়ের সঙ্গে ১১২ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেন। অঙ্কিত ৬৩ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, সেন্টু সরকার ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং প্রীন্স রাণা ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। হার্ভের পক্ষে স্বরব সাহানি ২৯ রানে ৩ টি, অর্কজিৎ রায় ২৭ রানে এবং জয়দীপ দেব ৩৯ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দলনায়ক রিয়াজ উদ্দিনের দুরন্ত ব্যাটিং সত্বেও কাঙ্কিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি হার্ভে। দল ৪০.১ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৮৬ রানে। দলের পক্ষে রিয়াজ ৯২ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৭, কিষান মুড়াসিং ২৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, রোহিত ঘোষ ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং আরমান হোসেন ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে অঙ্কিত প্রতাপ সিং ১৩ রানে, প্রীন্স রাণা ২৯ রানে ৩ টি করে এবং তেজশ্বী জশোয়াল ৩৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। অলরাউন্ডার তেজস্বী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জাতীয় ফুটবল আসর ছত্তিশগড়ে রাজ্যদল ঘোষিত, রওয়ানা ৫ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল ঘোষিত। ১৮ জন ফুটবলার, সঙ্গে তিনজন অফিসিয়াল নিয়ে মোট ২১ সদস্যের রাজ্য দল আগামী ৫ই মে আগরতলা থেকে রেলপথে রওয়ানা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গ্রাউন্ডে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ ২০ পুরুষদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা দল অংশ নিতে যাচ্ছে। জাতীয় ফুটবল আসরে অংশ নিতে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য দলটি হলো: মনি ত্রিপুরা, বিলাস দেববর্মা, বিপ্লব দেববর্মা, বিরু দেববর্মা, পহর দেববর্মা, বিমল কুমার রিয়াং, লিয়ান মৈয়া ডার্লং, দীনেশ জমাতিয়া, আসালাং কুমার রিয়াং, আদি দেববর্মা, জুয়েল দেববর্মা, জন জমাতিয়া, নবকিশোর সিংহ, বিনোদ কুমার রিয়াং সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, অমিত জমাতিয়া, রাহুল রাই রিয়াং, রাজীব সিংহ। কোচ রাজেশ রায় চৌধুরী, ম্যানেজার শুভেণজিৎ সিনহা, ফিজিও সায়নদীপ দেব। রাজ্য দল আগামী ৫ই মে সকাল ৮টায় আগরতলা রেল স্টেশন থেকে রেলপথে ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

যুব মোর্চার তরফ থেকে পথচারীদের ঠাণ্ডা পানীয় ও তরমুজ বিতরণ। ছবি নিজস্ব।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারের পূর্ণিয়ার সদর থানার পুলিশ গোলাপ বাগের আয়নামহল মহল্লার বাড়িতে হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার ওই যুবককে গ্রেফতার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ ইমতিয়াজ(২৪)। তার বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে ওই যুবক পলাতক ছিল। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি মুঙ্গেরি পিস্তল, চার রাউন্ড কার্তুজ ও একটি বাইক উদ্ধার করেছে।সোমবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পুষ্করকুমার জানিয়েছেন, ধৃতের বাবা মহম্মদ লায়ক ও ছয় ভাইও কুখ্যাত দুষ্কৃতী। দুই ভাই পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে বিভিন্ন অপরাধের মামলায় বন্দি রয়েছে। এই অভিযানের সময় বাবা ও বাকি ভাইরা পালিয়ে যায়। রবিবার বিকেলে ইমতিয়াজকে পূর্ণিয়া আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছে।

সংস্কারের অভাবে বন্ধ মাছ চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : সংস্কারের অভাবে উদয়পুরে বন্ধ মাছ চাষ। অমর সাগর পশ্চিম পাড় এলাকায় মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ের অধীনে থাকা পাঁচ থেকে সাতটি পুকুর সংস্কারের অভাবে বর্তমানে কচুরিপানা এবং জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে অমর সাগর পশ্চিম পাড় এলাকায় মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ের অধীনে থাকা পাঁচ থেকে সাতটি পুকুর সংস্কারের অভাবে বর্তমানে কচুরিপানা এবং জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ফলে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাছ চাষ। মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে মাছ চাষ করার জন্য এগিয়ে না আসার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন গাছ-গাছালি কচুরিপানায় পরিণত হয়েছে। বাজারে প্রতিদিন চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। অমর সাগর পশ্চিম পাড় এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা দাবি, যদি মৎস্য দপ্তর থেকে সরকারিভাবে মাছ চাষ করে বিক্রি করা হতো তাহলে জনগণ সরকারি দামে খুব সহসায় মাছ ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু মৎস্য দপ্তরের কোন ধরনের মাছ চাষ না করার ফলে দিনের পর দিন একদিকে যেমন পুকুর ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে অমর সাগরের সুস্বাদু মাছ খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ।

হরিশচন্দ্রপুরে নির্বাচনি আচরণবিধির পরোয়া না করে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন তৃণমূলনেত্রীর

হরিশচন্দ্রপুর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচনি আচরণবিধির তোয়াক্কা না করেই তৃণমূলের হরিশচন্দ্রপুর-১ (বি) সাংগঠনিক ব্লকের সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন দলীয় পতাকা নিয়ে একের পর এক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করে চলেছেন। এভাবেই সোমবার রশিদাবাদ ও ভিঙ্গলে প্রায় ১১ লক্ষ টাকায় পাঁচটি উচ্চ বাতিস্তম্ভের উদ্বোধন করেন তিনি। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বিরোধীরা মর্জিনার বিরুদ্ধে নির্বাচন আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে। এনিয়ে তারা জেলা নির্বাচন আধিকারিককে অভিযোগও জানাতে চলেছে।মর্জিনার দাবি, 'নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। তাই আজ উদ্বোধন করেছি। এতে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়নি। রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের জনমদোল, মুরাগাছি, মারাডাঙ্গি, গোপীনাথপুর ও ভিঙ্গল অঞ্চলে আরও দুটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি বাতিস্তম্ভ ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। জেলা পরিষদের অর্থে এই কাজগুলি ভোটের আগে শুরু হয়েছিল।'

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালা বলেন, 'ভোটবিধির মধ্যে এভাবে একের পর এক সরকারি প্রকল্প দলীয় পতাকা হাতে উদ্বোধন করা হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এতে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ হয়েছে। এদের দলে অশিক্ষার অভাব রয়েছে বলেই এই ধরনের কাজ করছে।'

জিবি হাসপাতালে মদ্যপের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: এবার মদ্যপের হাত থেকে রক্ষা পেল না জিবিপি হাসপাতাল। রাতের আঁধারে জিবিপি হাসপাতালে তান্ডব চালালো একাংশ মদ্যপ যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জিবিপি হাসপাতালের মর্গের ভেতরে মদের বোতলসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে অসামাজিক কার্যক্রম সংঘটিত করেছে একাংশ মদ্যপ যুবক। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জিবিপি হাসপাতালের এম এস শংকর চক্রবর্তীকে অবগত করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন মুরগির দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা লিখিত আকারে অভিযোগ জমা দিলে সিসিটিভি ক্যামেরা রেকর্ড দেখে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।উল্লেখ্য, হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও জিবি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জানিয়েছেন ওই সময়ে নিরাপত্তারক্ষী নিজের খাবার আনতে গেছিলেন। তখনই নাকি এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বাঁকুড়ার সিমলাপালে শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বাড়ির কাছের এক আমগাছ থেকে। সোমবার এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।মৃতের পরিবারের দাবি, মৃত শিক্ষক ২০১৬ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন। চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন ২০১৯ সালে। কলকাতা হাইকোর্টে চাকরি বাতিলের রায়ের পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন যুবক।জানা গিয়েছে, মৃত শিক্ষকের নাম বীরেন্দ্রনাথ সরেন। তিনি সিমলাপাল ব্লকের ভূতশহর হাইস্কুলের কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস সন্নিগ্রহী জানান, যে প্যানেল বাতিল হয়েছে তাতে তাঁর নাম ছিল না। কারণ তিনি কর্মশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। তাপসবাবু বলেন, "কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১৪ সালের পর থেকেই আলাদা প্যানেল হচ্ছে। বীরেন্দ্রনাথ সরেন ২০১৬র প্যানেল হলেও তিনি শারীরশিক্ষার শিক্ষক। তাই যে প্যানেল বাতিল হয়েছে তাতে নাম ছিল না। ২২ তারিখ স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গেছে। ওইদিনই হাইকোর্টের রায় হয়। তাই এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারব না।"

রাতে যান সন্ত্রাসে আহত শিশু সহ চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল : রাতে যান সন্ত্রাসে আহত হয়েছে শিশু সহ চার। ওই ঘটনায় একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাইক ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর হয়েছে শিশু সহ চারজন ব্যক্তি। গতকাল রাতে বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এত করে হাসপাতলে উদ্দেশে যাচ্ছিলেন মা ও মেয়ে। অপরদিক থেকে একটি বাইক অটোতে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে আহত হয়েছে শিশু সহ চার।

বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই। ঘাতক গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেনবলে জানা গিয়েছে।আহতদের মাথায় এবং হাত পায়ে প্রচন্ড আঘাত লাগে। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, মধুপুর লেম্বুতুলি এলাকা থেকে ২ যুবক আকণ্ঠ মদ পান করে একটি মারুতি গাড়ি করে যার নম্বর টিআর০৭সি০৩৪৪ নোয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।এমন সময় মাখনসরদার পাড়া এলাকা থেকে টিআর০৭এ৮৪৯৭ নম্বরের বাইক চেপে ভাই বোন মধুপুরের উদ্দেশ্যে আসছিল। মধুপুর বর্ধন পাড়া এলাকায় আসতেই অপর দিক থেকে মারুতি গাড়িতে থাকা জয়ন্ত দাস এবং বলরাম দত্ত মদ পান করে সরাসরি সেই বাইকের মধ্যে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাইকে থাকা ভাই উত্তম দেববর্মা এবং বোন প্রিয়া দেববর্মা বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যাই। মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পরে প্রিয়া দেববর্মা। পরবর্তী সময়ে রাস্তার মধ্যে পরে থাকা অবস্থায় এলাকার জনগণ ছুটে আসে। যদিও সেই সময়ই মদ পান করা বলরাম দত্ত এবং জয়ন্ত দাস সেখান থেকে পালিয়ে যাই। পরে জনগণের চাপে পড়ে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মধুপুর হাসপাতালে। এদিকে প্রিয়া দেববর্মার মাথায় হাতে এবং পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তাছাড়া উত্তম দেববর্মার চোখের মধ্যে মারুতি গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে প্রবেশ করে।

পরবর্তী সময়ে তাদেরকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়।পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত মারুতি গাড়ির চালক জয়ন্ত দাস এবং বলরাম দত্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মদ পান করে গাড়ি চালিয়ে সরাসরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জয়ন্ত দাস এবং বলরামদত্ত তাদেরকে কঠোর শাস্তির দাবি রাখছে আহত উত্তম দেববর্মার পরিবার।

আগুনে পুড়ে ছাই বসত ঘর আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : আগুনের পুড়ে ছাই বসত ঘর। ওই অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির মালিক দীলিপ নাথ ও অপর্ণা নাথ অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। ওই ঘটনায় উত্তর জেলার বাগবাসা থানা এলাকার মশিনটিলা বাজারে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে স্ত্রী অপর্ণা নাথ জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে স্বামী স্ত্রী ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ আগুনের তাপ অনুভব করতে পেরে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন ঘরে আগুন জ্বলছে। তিনি ঘরের জানালা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তারা ঘরের দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বাগবাসা থানার পুলিশ সহ ধর্মনগর দমকল বাহিনী। আহতদের নিয়ে আসা হয় জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নামেন বাগবাসা থানার পুলিশ।

ওসি পার্থ দেব জানিয়েছেন, আগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনি তদন্ত শুরু করেছেন। এই অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির মালিক দীলিপ নাথ ও অপর্ণা নাথ অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডে পর ঘর থেকে বের হতে গিয়ে তাদের হাত ও মুখ আহত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতের শর্ট শার্কিট থেকে থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগবাসা থানার পুলিশ।

বাল্যবিবাহ ও বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোলাঘাটি, ২৯ এপ্রিল: রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা বাড়তির দিকে যাচ্ছে কিছুতেই তার লাগাম টানা যাচ্ছে না। তারপরে সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু অপরাধমূলক ঘটনা সচেতনতার অভাবে হচ্ছে। এই ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে সচেতনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সোমবার দুপুরে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার এক সাংবাদিকের উদ্যোগে এলাকার মুসলিম পাড়ায় বাল্যবিবাহ, সাইবার সংক্রান্ত বিষয়ক অপরাধ এবং নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের একদিনের এক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই সচেতনতামূলক শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী, আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথ, কাঞ্চন মালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ কুমার মজুমদার, সাংবাদিক অমিত চৌধুরী, মিঠুন মিয়া, সমরজিৎ চৌধুরী সহপাড়ার পুরুষ মহিলা থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশুরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের এই সচেতনতা মূলক শিবিরে বাল্যবিবাহ আইন, বাল্যবিবাহের কুফল এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে কি কি করণীয় সেসব বিষয়ে আলোচনা সহ সাইবার অপরাধ থেকে সচেতন থাকতে এবং নেশামুক্ত সমাজ সংগঠনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা।তারা এদিন জানিয়েছেন বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ এবং নেশা সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে তার পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনে শিক্ষা অত্যাবশক। তাই তারা বাল্যবিবাহ, সাইবার অপরাধ এবং নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন।

পানীয় জলের দাবিতে পানিহাটিতে সৌগত রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ মহিলাদের

পানিহাটি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : পানীয় জলের দাবিতে পানিহাটিতে সৌগত রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। সোমবার সকালে প্রচার সেরে ফিরছিলেন সৌগত রায়। হঠাৎ পানিহাটির শ্যামশ্রী পল্লীতে গাড়ি পৌঁছতেই ঘিরে ধরলেন মহিলারা। কাঠফাটা রোদে এতজন মহিলাকে এভাবে বিক্ষোভ দেখাতে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন সৌগত রায়। তাঁকে দেখে এগিয়ে আসেন মহিলারা। রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন তাঁরা। তাপমাত্রার পারদ যখন ৪০ ডিগ্রি পার করে ফেলেছে, সেই পরিস্থিতির মধ্যেই নাকি ৬ দিন জল ছাড়া কাটাতে হচ্ছে ওই এলাকার মানুষজনকে। এ কথা জানিয়েই সোমবার সকালে বিক্ষোভ দেখান ওই মহিলারা।

পানিহাটির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শ্যামশ্রী পল্লীতে ৬ দিন ধরে জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। জলের দাবিতে কদমতলা মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়। তিনি শুধু প্রার্থীই নন, তিনি দমদম কেন্দ্রের তিন বারের সাংসদ। তাঁকে ঘিরে মহিলারা প্রশ্ন করতে থাকেন, "কবে জল পাব? কোথায় জানাব বারবার জানিয়েছি, তারপরও একটাও ট্যাঙ্ক পর্যন্ত নেই।" সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই পুরসভায় ফোন করেন সৌগত। ফোন করে আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। সৌগত রায়ের আশ্বাস পাওয়ার পর বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন। তাঁদের অভিযোগ, বর্ষা হলেই পানিহাটিতে জমে জল, আর গরম পড়লে জল পাওয়া যায় না। স্থায়ী সমাধান কীভাবে হবে, সেই প্রশ্নই তুলছেন তাঁরা। তোর্ষার পানীয় জলপ্রকল্পের পাম্প বিকল হওয়ায় জলকষ্টে নাজেহাল কোচবিহারের বাসিন্দারা। রবিবার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনাপাঁচেক মহিলা বালতি নিয়ে রাস্তার ধারে বসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের পিছনে তিন---চারজন দাঁড়িয়ে। সবার মুখেই একই প্রশ্ন। কখন জল আসবে?প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে থাকা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও একই পরিস্থিতি। তবে নির্দিষ্টভাবে এই দুই ওয়ার্ডকে দায়ী করলে ভুল হবে, শহরের কমবেশি ২০টি ওয়ার্ডই একই সমস্যায় ভুগছে। পুরসভায় তোর্ষার পানীয় জলপ্রকল্পের পাম্প বিকল হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। এই প্রকল্পের তিনটি পাম্পের মধ্যে দুটিই নষ্ট হয়ে রয়েছে। সেগুলি ঠিক করতে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। সবেধন নীলমণি পাম্পটি বিগড়ে গেলে গোটা শহরের জল পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে বলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের আশা। তোর্ষার পানীয় জলপ্রকল্প ছাড়াও পুরসভা মান্ধাতার আমলের পাম্প দিয়েও কোচবিহার শহরে পানীয় জল পরিষেবা দেয়। এই পাম্পগুলির কয়েকটি নষ্ট হয়ে থাকাতেও সমস্যা হচ্ছে। সংস্কারের পর চেয়ারম্যান এদিন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলবাগান এলাকায় থাকা পাম্পটি ফের চালু করেন। রবি বলেন, '১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাজারের মাঠ এলাকার পাশাপাশি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলবাগান এলাকায় থাকা পাম্প দুটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এতে কয়েক হাজার মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। পুরসভা বিকল্প ব্যবস্থা করলেও সমস্যা ছিলই। ভোটের আগে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পাম্পটি ঠিক করে চালু করা হয়েছে। এদিন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পাম্পটি চালু করা হল। পাম্প দুটি সংস্কার করতে সব মিলিয়ে ৩৫-৪০ লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে।' তবে জলসমস্যার জেরে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ব্যাপকভাবে বাড়ছে। পুরসভা দুটি প্রকল্প দিয়ে শহরের ১৮ হাজার বাসিন্দাকে জল পরিষেবা দেয়। দিনের পর দিন ধরে সমস্যায় ভুগতে ভুগতে বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ।

ভোট কর্মীদের ব্যালট পেপার স্ট্রংরুমে এলো আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ উপলক্ষে গত ১৬-১৭ এপ্রিল, ২০২৪ ইং ভোটের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের ব্যালটের মাধ্যমে ফেসিলেশন সেন্টারে ভোট গ্রহণ করা হয়।

রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের যে সকল ভোটাররা ভোটদান করেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণ এই সকল ব্যালট পেপার আজ ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা করেন এবং ব্যালটগুলি ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসারের স্ট্রংরুমে করা নিরাপত্তায় রাখা হয়।

একইভাবে ৭-রামনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপ-নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ফেসিলেশন সেন্টারে যারা ভোট দিয়েছেন সে ব্যালট পেপারগুলিও ৭-রামনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপ-নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসারের স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়।

নিখোঁজ ইচাবিলের শ্রমিক বাবুলাল রবিদাস, উৎকণ্ঠায় পরিবার-পরিজন

বাজারিছড়া (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন ইচাবিল চা বাগানের শ্রমিক বাবুলাল রবিদাস ওরফে গাড্ডু (৫০) গত চারদিন থেকে নিখোঁজ।গত ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি হাতে একটি দা নিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। পায়ে হাঁটা প্রায় দেড় ঘণ্টার দূরত্বে জঙ্গল থেকে তিনি বাঁশ আনতে গিয়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি। গত চারদিন ধরে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে তাঁর খোঁজখবর করা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। এতে তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।জানা গেছে, নিখোঁজ বাবুলালের স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর পরনে ছিল সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। তাঁর উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। গায়ের রং শ্যামলা। তাঁকে খুঁজে বের করতে পুলিশ ও বন দফতরের কাছে লিখিতভাবে সহায়তা চেয়েছেন পরিবারের লোকজন।তাঁকে কোথাও পাওয়া গেলে তাঁকে পুলিশ বা বন বিভাগের হাতে সমঝে দিতে সকলের প্রতি কাতর আবেদন জানিয়েছেন নিখোঁজ বাবুলাল রবিদাস পরিবারবর্গ।

ওএনজিসি ফাটানো ডিনামাইটে বাড়ি ঘরে ফাটল, ক্ষোভ এলাকা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল: দীর্ঘ বছর যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ওএনজিসি কর্তৃক মাটির নিচে ডিনামাইট ফাটিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান চলছে। কিন্তু এবছর এই ডিনামাইট ফাটানো ঘিরে ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সামান্য গর্ত করে ডিনামাইট ফাটানোর কারণে আশেপাশের বাড়ি ঘরের বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। বাড়ি ঘরের দেওয়াল ফেটে যাচ্ছে। কোথাও বা জ্যান্ত গাছ মাটি থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে।

গত প্রায় দুমাস ধরে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষজন ওএনজির এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে কখনো রাস্তা অবরোধ , কখনো ওএনজিসি কর্মীদের ঘিরে ধরা, কোনটাই বাদ রাখেনি। কিন্তু এই সাধারণ মানুষের কথা শোনার কেউ নেই। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দরবারে গিয়েও লাভ হয়নি। কারণ যেখানেই সাধারণ মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদের বাড়িঘর রক্ষায় আন্দোলন করার জন্য তৈরি হচ্ছে সেই জায়গায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতারা নাকি উল্টো কাজ করছেন।

অভিযোগ, ওএনজিসির এই অন্যায় কাজের জন্য প্রচুর টাকা নাকি খরচ করছেন বিভিন্নভাবে। প্রশ্ন হল ,দীর্ঘ বছর যাবৎ ওএনজিসি এই ধরনের কাজ করে আসলেও কখনো সাধারণ মানুষ এমনভাবে বিক্ষোভ দেখায়নি। এবছর যারা এ কাজের দায়িত্ব রয়েছে তারা নাকি সঠিক নিয়ম না মেনে সামান্য মাটি গর্ত করেই ডিনামাইট পাঠিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে যেই এলাকা দিয়ে ডিনামাইট পাঠাচ্ছে ওই এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘর ফাটল ধরছে। এলাকার একাধিক পরিবারের বসতঘর ফেঁটে চৌচির।উত্তর চড়িলাম ফকিরামুড়া,পরিমল চৌমুহনী এলাকায়। করই মুড়া প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ পরিবার। ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। জানা যায় বেশ কিছুদিন যাবৎ উত্তর চলিলাম ফকিরামুড়া, পরিমল চৌমুহনি এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ ঔকোনো রকম নোটিশ ছাড়াই ফকিরামুড়া, পরিমল চৌমুহনি এলাকায় মাটির নিচে বোমা ফাটাচ্ছেন।

যার ফলে ফকিরামুড়া,পরিমল চৌমুহনি এলাকার হাবিবুর রহমান ও ফরিদ মিয়া নবনির্মিত বসত ঘর ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। হাবিবুর রহমান ও ফরিদ মিয়ার সহ তাদের পরিবারের সদস্যরা ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের কাছে বসত ঘরের পাশে ডিনামাইট ফাটাতে অনেকবার বারণ করেছেন। কিন্তু ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ হাবিবুর রহমানের ও ফরিদ মিয়ার পরিবারের কথায় কোনরকম কর্ণপাত করেননি এবং এলাকায় মাটির নিচে ডিনামাইট ফাটানোর ফলে একাধিক পরিবারের বসতঘর ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

এসকফ সহ আটক বহি:রাজ্যের চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জি আর পি এবং আর পি এফ থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ৩৪৫ বোতল এসকফ উদ্ধার করে। বাজেয়াপ্ত এসকফের বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা হবে।সাথে বহিঃরাজ্যের চার যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, জাটকা বিকালে খবর আসে বহিঃ রাজ্যের চার যুবক নেশা সামগ্রী নিয়ে আগরতলা রেল স্টেশনে আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে জি আর পি এবং আর পি এফ থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালিয়েছে অভিযানে সন্দেহভজন চার যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তল্লাশিতে ৩৪৫ বোতল এসকফ উদ্ধার করে। সাথে বহিঃরাজ্যের চার যুবক গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাঁদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে

সোপর্দ করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত এসকফের বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা হবে। আরো জানা গিয়েছ, ধৃতরা হলেন, বিহারের বাসিন্দা উমা শঙ্কর সিং(৩০), অভিষেক কুমার (২৪), বিজেন্দ্র কুমার (২৫) এবং নিকেশ কুমার (১৯)।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।